

এ পি জে আবদুল কালামের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মুখমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর



কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভারতরত্ন ড. এ পি জে আবদুল কালামের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে কালামের বিজ্ঞানক্ষেত্রে অবদান, দেশপ্রেম, দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং তরুণ প্রজন্মের প্রতি আস্থার কথা তুলে ধরেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘ মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া’ হিসেবে পরিচিত ড. কালাম লক্ষ লক্ষ মানুষকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং দেশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। ভারতের মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান এবং তাঁর গভীর বিনয় আজও দেশকে পথ দেখায় বলে মন্তব্য করেন তিনি।তরুণ প্রজন্মের উপর কালামের আস্থার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, ক্ষমতায়িত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাঁর আদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক। জন্মবার্ষিকীতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান তিনি।ড. এ পি জে আবদুল কালামের জন্ম ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর তামিলনাড়ুর রামেশ্বরে। তিনি ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি ‘ মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া’ নামে পরিচিত। ১৯৯৭ সালে তাঁকে ভারতরত্নে সম্মানিত করা হয়।

নবরাত্রির পঞ্চম দিনে

স্কন্দমাতার কাছে প্রার্থনা প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : পবিত্র নবরাত্রির পঞ্চম দিনে দেবী দুর্গার পঞ্চম রূপ ‘মা স্কন্দমাতা’র চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানানোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগে মাধ্যম ‘এক্স’-এ দেওয়া এক বার্তায় তিনি দেশের প্রতিটি পরিবারের সুখ, শান্তি ও সৌহার্দ্য কামনা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় লিখেছেন, নবরাত্রির পঞ্চম দিনটি মা স্কন্দমাতার আরাধনা ও উপাসনায় উসঙ্গীকৃত। বাসল্য ও অপরিণামী মেহের দেবী মা স্কন্দমাতার কৃপা যেন প্রতিটি পরিবারকে চিরকাল ভালোবাসা ও সম্প্রীতিতে ভরিয়ে রাখে-এটাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।আদি পরাশক্তি মা দুর্গার পঞ্চম দিব্য রূপ হলেন ‘মা স্কন্দমাতা’। অপর করুণাময়ী এই দেবী তাঁর পরম কণ্যাগন্ধীর ও মঙ্গলময় স্বরূপের জন্য ভক্তদের কাছে পূজিত হান। দেবী পদ্মফুলের ওপর উপবিষ্ট থাকেন বলে শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে তাঁকে ‘পদ্মাসনা’ নামেও অভিহিত করা হয়। দেবীর এই রূপের আরাধনায় সংসারে শান্তি, সমৃদ্ধি ও বাসল্যের সঞ্চার ঘটে।

যোষণা

দুরন্ত প্রকান (প্রাঃ) লিমেডড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাৱত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন ও দিল্লি সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের নোটিস, পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : নির্বাচন কমিশনের ভোটটার তালিকা। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া এবং রাজধানীতে গত ১০ অক্টোবরের গণবিক্ষোভ ঘিরে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে কড়া অবস্থান নিল দেশের শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের একটি বৈশ্ণ নির্বাচন কমিশন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সাফ্লু ও বিবেক য়োশী এবং দিল্লি সরকারের কাছে জবাব তলব করে নোটিস জারি করেছোলোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও বিরোধী ‘ইন্ডি’ জোটের দলগুলির দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এই নোটিস জারি হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, কমিশনের ‘স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন’ প্রক্রিয়ার নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দিল্লির ঐতিহাসিক প্রতিবাদস্থল যম্তুর মন্তরকে বিক্ষোভের তালিকা থেকে



দিল্লি পুলিশের বাদ করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় দায়ের হওয়া পৃথক মামলাতেও দিল্লি সরকারের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছে আদালত।এ দিনই রাজধানীতে ১০ অক্টোবরের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে হওয়া একগুচ্ছ মামলার স্তনানি শুরু করে প্রধান বিচারপতির বৈশ্ব। স্তনানিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী,

হুমকি দিয়ে ইমেল, ছড়ালো চাঞ্চল্য

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : রাজধানী দিল্লির একাধিক স্কুলে ইমেলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই হুমকি বার্তা পাওয়ার পরই স্কুল চত্বরগুলিতে তীব্র চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো

হয়েছে, হুমকি ইমেলের খবর পাওয়ার পরই তড়িঘড়ি সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে পুলিশের বিশেষ দল পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিটি জয়গায় জোরকদমে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।পুলিশ সূত্রে জানানো

হয়েছে, সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে ইতিমধ্যেই বিশেষ পুলিশ দল মোতায়েন করা হয়েছে। হুমকিটি ভুয়াে নাকি এর পেছনে কোনও বাস্তব বিপদ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ডগ স্কোয়াড ও বোম স্কোয়াডের সাহায্যে পুছানুপুছ

অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের পক্ষের আইনজীবীরা অভিযোগ তোলেন যে কিছু দুষ্কৃতী শিশুদের ওপর হামলা চালালেও প্রেফতারের মাত্র এক দিনের মাথায় তারা জামিন পেয়ে যায় এবং তাদের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।এর আগে গত ৮ অক্টোবরের আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে মট্টেী, রেল ও নাগরিক পরিষেবা স্ত্রুত করার অভিযোগে যে আদালত অবমাননার মামলা হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, নিয়ম মেনেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে আদালতে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের খবরের একাংশের আপত্তি জানিয়ে তিনি বলেন, এটি নিছক প্রক্িয়ার অঙ্গ। জবাবে বৈশ্ণ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তারা কোনও নিঃশর্ত ক্ষমা এই মুহূর্তে বিবেচনা করছে না। একই সঙ্গে আদালত মন্তব্য করে, ডিএমআরসি-র জমা দেওয়া বক্তব্য ছাড়া অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব তারা এখনো বিস্তারিত পড়ে দেখার সময় পায়নি।

তিন শরিকের দুর্গাপূজো বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে আরাধনা হয় শালগ্রাম

হাওড়া, ১৫ অক্টোবর : একই পরিবারের তিন শরিকের বাড়িতে পৃথকভাবে পূজিত হন দেবী দুর্গা। তিন পূজোরই নিয়ম উপাচার এক শতাব্দী প্রাচীন এই পারিবারিক পূজোকে কেন্দ্র করে যেমন একাঙ্গ হয় তিন বাড়ির সদস্যরা, তেমনই একত্রিত হয় গোটা গ্রাম। হাওড়ার ডোমজুড় ভান্ডারকরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। এলাকায় তিন শরিকের পূজো খ্যাত ব্যবসায়ি, মনসাতলা এবং নতুনবাড়ি হিসেবেস্বানীয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, একসময় এই পরিবারের দুর্গাপূজো হতো হুগলির বাগানভা়। মুঘল সাম্রাজ্ঞ তখন শেষের পথে। ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হতে দেরি আরও বেশ কিছু বছর। দেশের শাসনব্যবস্থায় তখন এক অরাজকতা। বর্গিষাহিনী মাঝে মাঝেই হানা দিচ্ছে বাংলায় গ্রামেগঞ্জে। বর্গি হানার আশঙ্কায়

১৭৪২ সালে বাগানভায় নিজের ভিটেমাটি ছাড়লেন জগদীশ বাচস্পতি। উত্তর প্রদেশের কনৌজ (কান্যকুব্জ) থেকে বাংলায় আসা শান্তজু কুলীন ব্রাহ্মণদের অন্যতম তাঁরা। পদবি বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও তাঁদের উপাধি ছিল বাচস্পতি। বাগান্য ছেড়ে সপরিবারে সরস্বতী নদীর ধারে মাকড়হে এসে উপস্থিত হন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ব্রাহ্মণ পরিবারকে তাঁদের গ্রামে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেন। করবিহীনভাবে বেশ কিছু জমি দেওয়া হয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারকে। সেই সময় এই অঞ্চলের মান ছিল এখন শেষের পথে। ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হতে দেরি আরও বেশ কিছু বছর। দেশের শাসনব্যবস্থায় তখন এক অরাজকতা। বর্গিষাহিনী মাঝে মাঝেই হানা দিচ্ছে বাংলায় গ্রামেগঞ্জে। বর্গি হানার আশঙ্কায়

পূজোর উপাচার একই। বৃহৎ নন্দীকেশ্বর পুরাণ অনুযায়ী শাক্ত মতে হয়, দেবীর আরাধনা। জগদীশ বাচস্পতি আরাধ্য অনন্তদেবের শালগ্রাম শিলাকে নিয়ে যাওয়া হয় করে নিয়ে আসেন মাকড়হে। পারিবারিক দুর্গোৎসবের অন্যতম অংশ অনন্তদেব। পূজোর চারদিন অনন্তদেব কোনওদিন সর্প দংশনে মৃত্যু হবেনা।গ্রামের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী শোভাযাত্রা সহকারে দেবীকে ভাঙ্গান দেওয়া হয় দশমীর সন্ধ্যায়, সরস্বতী নদীতে। আর একাদশীর বিকেলে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এলাকার সর্প দুর্গাপূজার আয়োজক ও উদ্য়োগীরা একত্রে পূজো দেন গ্রামের আরাধ্য দেবী মাক।চন্ডীর মন্দিরে। সেখানেও পূজো করা হয় ষোড়শোপাচারে।

শিলা ও দেবী মনসার

যি-ভাত। প্রাচীনকাল থেকেই দেবীর পূজো হয়ে আসছে ষোড়শোপাচারে। প্রতিপদ থেকে নবমী প্রতিদিন হয় একরূপ চণ্ডীপাঠ। বিশেষ প্রথা হিসেবে নবমীর দিন এই বাড়িতে হয় মনসা পূজো। কথিত আছে, দেবী মনসার স্বপ্নাদেশে অনুযায়ী এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কারওর কোনওদিন সর্প দংশনে মৃত্যু হবেনা।গ্রামের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী শোভাযাত্রা সহকারে দেবীকে ভাঙ্গান দেওয়া হয় দশমীর সন্ধ্যায়, সরস্বতী নদীতে। আর একাদশীর বিকেলে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এলাকার সর্প দুর্গাপূজার আয়োজক ও উদ্য়োগীরা একত্রে পূজো দেন গ্রামের আরাধ্য দেবী মাক।চন্ডীর মন্দিরে। সেখানেও পূজো করা হয় ষোড়শোপাচারে।

ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে ষড়যন্ত্র, বিপদে সেই নেতরাই আবার আশ্রয় নিলেন ভারতে!



ফাঁদ পেতেছিল চীনা। একইভাবে ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতের মোহালয় সীমান্তের কাছে অবস্থিত লালমনিরহাট বিমানবন্দরের রাডার পরিচালনার কাজও চীনের হাতে সঁপে দিয়েছিল তকালীন আওয়ামী লীগ সরকার।এখানেই শেষ নয় ভারতের কৌশলগত ‘চিকেনস নেক’ করিডোরের কাছাকাছি পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া সড়কের পাশে স্থানীয় সাংসদকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে ২০২৩ সালে ‘নর্থ পয়েন্ট মেডিক্যাল কলেজ’ নামে এক হাজার শয্যাৱ একটি হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু করে চীনা। এই প্রকল্পের অনুকূলে স্থানীয় কিছু মানুষকে দিয়ে মানববন্ধনের আয়োজনও করায় চীনা সংস্থাটি। অভিযোগ, চিকিৎসার আড়ালে এটি আসলে ছিল চীনের একটি সামরিক গবেষণাগার। তৎকালীন চীনা রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে হাসপাতালটির উদ্বোধন করিয়ে নেওয়া হয়েছিল তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী টা পু মুনশিকৈ দিয়া।একইভাবে আসাম বিমানবন্দর এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের (সেভেন সিস্টার্স) নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত সিলেট বিমানবন্দরের আধুনিকায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের বরাতও ভারতের

থেকে পাড়ি জমান লন্ডনে বর্তমানে সেখানেই পরিবারের সঙ্গে বহাল তবিয়তে অবস্থান করছেন তিনি।এর পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরের সম্পদ অনুসন্ধানের অজুহাতে ২০২২ সালে চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রকের অধীনস্থ ‘ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশানোগ্রাফি’-র সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপক জানান, গভীর সমুদ্রে সম্পদ নিয়ে গবেষণা করার মতো নিজস্ব পরিকাঠামো বা জাহাজ বাংলাদেশের নেই এই প্রযুক্তি রয়েছে আমেরিকা, রাশিয়া বা চীনের মতো পরাশক্তিশুলির কাছে। তাঁর মতে, গবেষণা নিছক একটি অজুহাত মাত্র-প্রকৃত লক্ষ্য ছিল বঙ্গোপসাগরের ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণে চীনের আধিপত্য কায়েম করা।উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরে নিজের অবস্থানপোক্ত করতে ২০১৬ সালেই বাংলাদেশের কাছে দুটি পুরোনো সাবমেরিন বিক্রি করেছিল বৈজিং। সেই সূত্রে স্থায়ী ঘাটি তৈরির উদ্দেশ্যে ২০১৭ সালে কক্সবাজারের পেকুয়ায় নির্মিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ সাবমেরিন ঘাটি। রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাত দেখিয়ে চীনা সামরিক বিশেষজ্ঞরা সেখানে কার্যত স্থায়ী আন্তানা গড়ে তোলেন।জানা গেছে, কথিত ‘জাতীয় স্বার্থের’ দোহাই দিয়ে সরকারের এই সিদ্ধান্তে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিনিয়োগে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করত। চীনের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নিয়েই তা এই কার্যকলাপ চালাত বলে অভিযোগ। তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরও চিত্রটি সম্পূর্ণ বদলায়নি। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, ক্ষমতার পালান্দোলনে সুযোগে বর্তমান বিএনপির একটি অংশও পূর্বতন আওয়ামী লীগ সরকারের পথ অনুসরণ করে ভারতের নিরাপত্তার পক্ষ নেওড়াগত। এই ধরনের কার্যকলাপে মদত দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

আকোইজামকে নিয়ে ওম বিড়লাকে চিঠি বিজেপি মহিলা সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : কংগ্রেস সাংসদ অধ্যাপক আংগোমচা বিমল আকোইজামের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিলার দ্বারস্থ হলেন বিজেপির মহিলা সাংসদরা। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) ১১ জন ছাত্রীর দায়ের করা যৌন হেনস্থার অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ এবং গোটা ঘটনায় কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের রহস্যজনক নীরবতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁরা স্পিকারকে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি জমা দিয়েছেন।বৃহস্পতিবার বিজেপির মহিলা সাংসদদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জেএনইউ-এর অধ্যাপক থাকাকালীন আকোইজামের বিরুদ্ধে একাধিক ছাত্রী লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন এবং সেই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। চিঠিতে মহিলা সাংসদরা অভিযোগ তোলেন, একজন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তির তথ্য প্রকাশ্যে আসা সত্ত্বেও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব স্পষ্ট নীরব রয়েছে। নারী নিরাপত্তা ও নৈতিকতার প্রশ্নে এই নীরবতা চরম হতশাশক বলে দাবি করে তাঁরা বিষয়টি স্পিকারের নজরে আনেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণের আর্জি জানান।

সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার বিস্তারিত বিবরণ চাইল সপ্তম বেতন কমিশন, অর্থ সচিবকে চিঠি



কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গে নবগঠিত সপ্তম বেতন কমিশন রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তলব করেছে। এই মর্মে রাজ্য অর্থ সচিবকে চিঠি পাঠিয়ে কর্মচারীদের বন্দ্যর্বাধা, সার্ভিস এবং ক্যাডার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ চেয়েছে কমিশন।চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, মূল সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত এবং পুরসভা-সহ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বেতন ও ভাতার বয়ভার রাজ্য সরকার বহন করে, তাদের প্রত্যেকের তথ্য ক্র্ত পাঠাতে হবে। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের এই তথ্য কমিশনের নির্ধারিত পোর্টালের মাধ্যমে অনলহিনে জমা দিতে হবে যার জন্য একটি নির্দিষ্ট ফরমাটিও তৈরি করেছে কমিশন।কমিশনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কর্মী সংগঠনগুলি। বেঙ্গল টিচার্স অ্যান্ড এডুকেশন ওয়ার্কার্স কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বৃহস্পতিবার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, সপ্তম বেতন কমিশন বিভিন্ন দফতরের কাছে কর্মচারীদের বেতনের তথ্য চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু কত দিনের মধ্যে তা জমা দিতে হবে, সেই সময়সীমা স্পষ্ট করা হয়নি। নির্দিষ্ট সময়সীমা (ডেডলাইন) না থাকার কারণে অনেক দপ্তর ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য পাঠাতে দেরি করতে পারে। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল।উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে প্রাক্তন আমলা নরীণ প্রকাশের নেতৃত্বে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করে রাজ্য সরকার। অর্থ দফতরের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, এবার কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাঁচ সদস্যের পরিবারকে একক হিসেবে ধরা হবে। পাশাপাশি দৈনিক পুষ্টির চাহিদার গুরানো মাপকাঠি ২৭০০ ক্যালোরির বদলে ৩৪০০ ক্যালোরিকে নতুন মান হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কমিশনকে শুধু বেতন বৃদ্ধি নয়-কাজের পরিবেশ, চাকরির শর্তাবলী, পদোন্নতি ও অবসরকালীন সুবিধার মতো বিষয়গুলিকেও সামগ্রিকভাবে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পিওজেকে-তে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের দাবি ভারতের

নিউ ইয়র্ক, ১৫ অক্টোবর : রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৮১-তম অধিবেশনের তৃতীয় কমিটিতে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের সঙ্গে সেক্রেটারি অন্স জরুপা বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারত মানবাধিকার কাউন্সিলের সঙ্গে তাদের গঠনমূলক সহযোগিতার বিষয়টি তুলে ধরে। একই সঙ্গে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যপদ্ধতিতে যে কোনও ধরনের ‘বাছাইমূলক মনোভাব’ এবং ‘ক্রিমুখী নীতি’ পরিহার করার বিষয়ে সতর্কবার্তা দেয় নয়াদিল্লি।পাশাপাশি, পাক-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে চলা মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট পেশ করার জোরালো দাবি জানায় ভারত। এই প্রসঙ্গে সেখানে সাধারণ মানুষের ওপর হতাকাত্য, সেনারা ভোক্তার জন্য নিরপেক্ষ আইনি প্রক্রিয়ার অভাব এবং ইন্টারনেটের ওপর জারি থাকা বিধিনিষেধের মতো বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

কিসনা-এর শপ স্পার্কল উইন ক্যাম্পেইন’ এ পশ্চিমবঙ্গের গ্রাহকদের স্কুটার জয়

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জয়েলারি -এর দেশজুড়ে আয়োজিত ‘শপ স্পার্কল উইন ক্যাম্পেইন’-এ স্কুটার জিতে আনন্দ দ্বিগুণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ গ্রাহক। বিজয়ীরা হলেন কলকাতার কাঁকুড়াছির রাজেশ খোবরায়া, সোদপুরের পরমিতা মুখার্জী, মালদার মাসুম পাল, কাঁচরাপাড়ার জুই ভট্টাচার্য এবং শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের সোমন সাগতানি। এই জয়ের খবরে সংশ্লিষ্ট কিসনা শোরুমগুলোতে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন সংস্থার ফ্র্যাঞ্চাইজি পার্টনাররা। তাদের মধ্যে, কলকাতার কাঁকুড়াছিরে আনিস মুহম্মদ, সোদপুরের অম্ব নারায়ণ চৌধুরী, মালদার অনূপ মাহেশ্বরী ও আর্য়ন মাহেশ্বরী, কাঁচরাপাড়ার রোহিত পাণ্ডে এবং শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের বিশ্বেশ্বর দেবনাথ ও প্রীতি সিং। চীনা তৃতীয় বছরের জন্য আয়োজিত কিসনা -র এই বিশেষ ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য হল গন্য কনোকাটি কে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা এবং গ্রাহকদের সঙ্গে ব্র্যান্ডের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা। এই প্রসঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি পার্টনাররা বলেন, কিসনা -র ‘শপ স্পার্কল উইন ক্যাম্পেইন’ গ্রাহকদের জয়দের হিরে ও সোনার গয়না কেনার পাশাপাশি আকর্ষণীয় পুরস্কার জেতার সুযোগ করে দিচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের গ্রাহকরা স্কুটার জিতছেন, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রাহক যে তাদের নিকটবর্তী কিসনা শোরুমে আসার, পছন্দের গয়নার সস্তায় যুঁতে দেখার এবং এই ক্যাম্পেইনে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। স্কুটার জেতার সুযোগ এখনও রয়েছে গ্রাহকদের সামনে। পাশাপাশি, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে চলা মেগা লাকি ড্র-তে গাড়ি জেতারও সুযোগ থাকছে। দেশজুড়ে এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মোট ৫৭৬টি স্কুটার ও ২৪৭ টি গাড়ি জেতার সুযোগ পাবেন গ্রাহকেরা। দেশের ২৫ টি রাজ্যের ২১৮টি শহরে এই ক্যাম্পেইন চলছে। ক্যাম্পেইনের শর্ত অনুযায়ী, ২৫,০০০ টাকা বা তার বেশি মূল্যের হিরের গয়না অথবা ৭৫,০০০ টাকা বা তার বেশি মূল্যের সোনার গয়না কিনলে গ্রাহকরা লাকি ড্র-তে অংশ নিতে পারবেন। বিয়ের মরশুম, উৎসব, বিবাহবার্ষিকী এবং অন্যান্য বিশেষ উপলক্ষকে সামনে রেখে এই ক্যাম্পেইন গয়না কেনাকাটায় রা়্যড়িত আনন্দ ও উজ্জ্বলতা যোগ করেছে। গ্রাহকরা তাদের নিকটবর্তী কিসনা শোরুমে গিয়ে পছন্দের গয়না কেনার পাশাপাশি ‘শপ স্পার্কল উইন ক্যাম্পেইন’-এ অংশ নিয়ে স্কুটার ও গাড়ি জেতার সুযোগ ও পেতে পারেন।

রাশিফল

মেঘঃ আজ মেঘ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক ও উদ্দীপনামূল্য একটি দিন। আজ আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অনন্য গভীরতা অনুভব করবেন।শুভদিন বুধ/আজ বুধ রাশির জাতক-জাতিকাদের দিনটি কিছু চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতিতে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আপনার জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে।।
মিথুনঃ আজ বুধ রাশির জাতক-জাতিকাদের দিনটি কিছু চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতিতে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আপনার জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে।।
কর্কটঃ প্রাণোচ্ছল হাসিপূর্ণ একটি দিন যেখানে বেশির ভাগ জিনিসই আপনার ইচ্ছা অনুসারে এগোবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে।।
সিংহঃ আপনার চারপাশের পরিবেশ সহযোগিতাপূর্ণ থাকবে, যার ফলে আপনি অন্যদের সঙ্গে নিজের ভাবনা ভাগ করে নিতে পারবেন। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যাঃআজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত ভালো একটি দিন। আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং মানসিকতায় ইতিবাচকতা থাকবে, যা আপনাকে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। আপনার চিন্তাভাবনার ক্ষমতা এবং বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।।

তুলাঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আপনি আপনার স্বীর সাথে কিছু মূল্যবান জিনিস কিনতে যেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা টানটান করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হবে
বৃশ্চিকঃ খেলাধুলা এবং বহিরাঙ্গণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ আপনাকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে। শুভদিন।
ধনুঃ আজ আপনার জন্য অত্যন্ত মজার ও প্রভাবশালী একটি দিন হতে চলছে। চারপাশের পরিবেশ আপনাকে ইতিবাচকতা দেবে, যার ফলে নিজের অন্তরের দিকে তাকানোর এবং অনুভূতিগুলিকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ পাবেন।বিবাহের যোগ হবে না।
মকরঃ এক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। সন্তান হতে পারে আছে।
কুম্ভঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগে প্রায়শই আপনার জন্য খুব উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়, যে কোনও পুরানো বিনিয়োগ আপনার দ্বারা প্রস্তাবিত লাভজনক বিটানি হিসাবে।
মীনঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনার শরীরচর্চায় সেগে থাকুন। সন্তান হতে পারে আজ।
বিবাহের যোগ হতে পারে। আজ আর্থিক উন্নতি হতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

উৎসবের প্রস্তুতির মাঝে হঠাৎ বৃষ্টিতে কি মাটি হবে আনন্দ? আশঙ্কায় অবশ্যি ঘটিয়ে সুখবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বড় কোনও প্রাকৃতিক দুর্ঘােরের জরুটি নেই বঙ্গে। আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপকূলের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি চলতেও, ১৮ অক্টোবর থেকেই রাউজুড়ে শুষ্ক ও ঝলমলে আবহাওয়া ফিরবে।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১২ তারিখ পর্যন্ত কলকাতা-সহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঙালুম এবং হাওড়ায় মাঝে মাঝে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে উপকূলীয় দূরে থাকা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই।১৮ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রাক্কালে বড় কোনও সতর্কতা নেই।আজকের সবোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৬৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস ।
আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতকরা। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫২মিনিট এবং রাত ১১টা ৫১মিনিট।
ভাট-বেলা ০৪টা ৪১মিনিট এবং রাত ১১টা ৪০ মিনিট।
সূর্যোদয়ের সময় ৫ টা ৩৬মিনিটে হতে পারেকএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৫মিনিটে হতে পারে।

আদালতের নির্দেশ মতো পুলিশ নিরাপত্তা পাচ্ছে না মল্লয়া মৈত্র



দূরস্বভাব্যতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ : রবীন্দ্র সরোবর থেকে আদিগঙ্গা,গঙ্গা দূষণ থেকে সুন্দরবন দখল;পরিবেশ বিপর্যয়ের ১৪টি বিষয় তুলে ধরে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পরিবেশকর্মী সভায় দকের। রাজ্যের পরিবেশ রক্ষায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট, কলকাতা হাইকোর্ট এবং জাতীয় পরিবেশ আদালত (এনজিটি)। কিন্তু গত সরকারের আমলে সেই নির্দেশগুলির অনেকগুলিই কার্যকর করা হয়নি বলে অভিযোগ তুললেন পরিবেশকর্মী সভায় দত্ত। রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিবেশ ও সামাজিক সমস্যার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে স্মারকলিপি পাঠালেন তিনি। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন সুভাষবাবু। তাঁর পাঠানো তিন পাতার স্মারকলিপিতে রাজ্যের পরিবেশ বিপর্যয়ের ১৪টি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র সরোবরের সংরক্ষণ, আদিগঙ্গার প্রবাহ, বাজেটলো ও কেটপুর খাল, রাজ্যের আসেনিক দূষণ, সাঁতরাগাছি বিল, গঙ্গা দূষণ, সুন্দরবনের সোনালি দখল, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি, মালদার চাত্তরা বিল, দীঘায় সমুদ্রের উপর রিসট নির্মাণ, সরস্বতী নদীর বেহাল অবস্থা, দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল, হাওড়ার বেলাগাছিয়া ভাড়াড় এবং তিজা নদীর বিপর্যয়। স্মারকলিপিতে সুভাষ দত্তের অভিযোগ, পরিবেশ রক্ষায় আদালতের নির্দেশে থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব দেখা গিয়েছে। রবীন্দ্র সরোবরের সংরক্ষণ নিয়ে উদ্বেগ কলকাতার ঐতিহাসিক জলাশয় ও তার সংলগ্ন সুবৃজ অঞ্চল রক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে আদালত নির্দেশে দিলেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ। জায়াশাঠি রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তিনি। আদিগঙ্গার প্রবাহ নিয়ে প্রশ্ন একসময় আদিগঙ্গা গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে তার স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়েছে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। নদীর গতিপথ খণ্ডন, অবৈধ নির্মাণ এবং প্রশাসনিক কলিহ্যতার অভিযোগ তুলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন পরিবেশকর্মী। খাল ও জলাভূমি – দখলের অভিযোগ বাজেটলো ও কেটপুর খাল সরক্ষণ এবং দখলমুক্ত করারবিষয়ে আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার দাবি উঠেছে। প্রায় ৩০ কিলোমিটারে দীর্ঘ এই খালের বিভিন্ন অংশে দখলমুক্ত করা এবং জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। একেছাঙ্গে সাঁতরাগাছি বিলের দূষণ, জলাশয় ভাঙাট এবং অবৈধ দখল নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, সাঁতরাগাছি বিলের দূষণ ও দখলদারির সমস্যা

গঙ্গাসাগরে সমুদ্রের বৃকে রহস্যময় জলস্তম্ভ, আতঙ্কিত পুণ্যার্থী ও পর্যটকেরা



দূরস্বভাব্যতা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ : কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান, তাঁদের শ্রমের মর্যাদা এবং কৃষির সার্বিক উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার মহিলা কৃষাণ দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে কৃষি পরিবারের প্রায় ৫০ জন উদ্যোগী যুবক-যুবতী ও তরুণ-তরুণী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মহাবিদ্যালয়ের পাঠ সম্পন্ন করার পর কৃষি ও কৃষি সহযোগী ব্যবসায় উদ্যোগী হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের বহুমুখী অবদান, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে মহিলা কৃষকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি, কৃষিকাজে মহিলাদের নিরলস শ্রম ও দক্ষতার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁদের সম্মান ও দক্ষতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. চন্দন কুমার মণ্ডল বলেন, কৃষির উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মহিলা কৃষকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্রে তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পরিশ্রমকে



রবীন্দ্র সরোবর থেকে আদিগঙ্গা, গঙ্গা দূষণ থেকে সুন্দরবন দখল ঃ মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

দূরস্বভাব্যতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ : রবীন্দ্র সরোবর থেকে আদিগঙ্গা,গঙ্গা দূষণ থেকে সুন্দরবন দখল;পরিবেশ বিপর্যয়ের ১৪টি বিষয় তুলে ধরে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পরিবেশকর্মী সভায় দকের। রাজ্যের পরিবেশ রক্ষায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট, কলকাতা হাইকোর্ট এবং জাতীয় পরিবেশ আদালত (এনজিটি)। কিন্তু গত সরকারের আমলে সেই নির্দেশগুলির অনেকগুলিই কার্যকর করা হয়নি বলে অভিযোগ তুললেন পরিবেশকর্মী সভায় দত্ত। রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিবেশ ও সামাজিক সমস্যার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে স্মারকলিপি পাঠালেন তিনি। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন সুভাষবাবু। তাঁর পাঠানো তিন পাতার স্মারকলিপিতে রাজ্যের পরিবেশ বিপর্যয়ের ১৪টি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র সরোবরের সংরক্ষণ, আদিগঙ্গার প্রবাহ, বাজেটলো ও কেটপুর খাল, রাজ্যের আসেনিক দূষণ, সাঁতরাগাছি বিল, গঙ্গা দূষণ, সুন্দরবনের সোনালি দখল, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি, মালদার চাত্তরা বিল, দীঘায় সমুদ্রের উপর রিসট নির্মাণ, সরস্বতী নদীর বেহাল অবস্থা, দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল, হাওড়ার বেলাগাছিয়া ভাড়াড় এবং তিজা নদীর বিপর্যয়। স্মারকলিপিতে সুভাষ দত্তের অভিযোগ, পরিবেশ রক্ষায় আদালতের নির্দেশে থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব দেখা গিয়েছে। রবীন্দ্র সরোবরের সংরক্ষণ নিয়ে উদ্বেগ কলকাতার ঐতিহাসিক জলাশয় ও তার সংলগ্ন সুবৃজ অঞ্চল রক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে আদালত নির্দেশে দিলেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ। জায়াশাঠি রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তিনি। আদিগঙ্গার প্রবাহ নিয়ে প্রশ্ন একসময় আদিগঙ্গা গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে তার স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়েছে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। নদীর গতিপথ খণ্ডন, অবৈধ নির্মাণ এবং প্রশাসনিক কলিহ্যতার অভিযোগ তুলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন পরিবেশকর্মী। খাল ও জলাভূমি – দখলের অভিযোগ বাজেটলো ও কেটপুর খাল সরক্ষণ এবং দখলমুক্ত করারবিষয়ে আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার দাবি উঠেছে। প্রায় ৩০ কিলোমিটারে দীর্ঘ এই খালের বিভিন্ন অংশে দখলমুক্ত করা এবং জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। একেছাঙ্গে সাঁতরাগাছি বিলের দূষণ, জলাশয় ভাঙাট এবং অবৈধ দখল নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, সাঁতরাগাছি বিলের দূষণ ও দখলদারির সমস্যা

গ্রামীণ বনেদী বাড়ির পুজো তিন শতাব্দী প্রাচীন রায় পরিবারের দুর্গোৎসবে মায়ের চামুণ্ডা মূর্তি

দূরস্বভাব্যতা, অভিজিৎ হাজার, আমতা, হাওড়া, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ : জমিদারি আমলে অনেক দুর্গা পূজা শুরু হয়েছিল। জমিদারি প্রথা ও অনেক আয়েই বিলুপ্ত হয়েছে। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর অনেক দুর্গা পূজা ও বন্ধ হয়ে গেছে আর্থিক সমস্যার কারণে। কিন্তু কিছু পূজা এখনো নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে আসছে। জমিদারি আমলে এই সমস্ত পূজা গুলি অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে হয়ে আসলে ও এখন জাঁকজমক কমলেও অনেক পূজা আজ ও অব্যাহি এই পুজার ঐতিহ্য। জমিদার আমলে চালু হওয়া গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীন অমরাগড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অমরাগড়ী গ্রামের রায় পরিবারের দুর্গা পূজা ৩০৭ বছরে পদার্পণ করেছে। এই পুজে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে এই পরিবারের শ্রী শ্রী গজলক্ষী মাতা এটো সস্পর্কে জানতে হবে, আর এই প্রসঙ্গে এই এন্ট্রেন্টের বর্তমান সম্পাদক তথা অমরাগড়ী রায় পরিবারেরই অন্যতম সদস্য সৌরভ রায় জানান, তাঁদের এই এন্ট্রেন্ট গঠিত হয়েছিল বাংলায় ১১২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই বৈশাখ। বর্তমানে ৩০৭ বছরে পদার্পণ করেছে এই এন্ট্রেন্ট। এই এন্ট্রেন্টে ও দুর্গা পুজার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বর্ধমানের মহারাজের অধীনস্থ জমিদার স্বর্গীয় শান্তি রায়। তিনি একটা সময়ে বাণিজ্য করতে বেড়িয়ে এই গ্রামে যাত্রী যাপনের জন্য নৌকা পাচার করেন। সেই রাস্তাতেই পুজার স্মারকীয় শাস্তি রায়কে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন, ততুই আমায় ছেড়ে কোথাও চলে যান না। তুই এখানেই আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। সেই স্বপ্নাদেশে পেয়েই তিনি অমরাগড়ী গ্রামে বসবাস শুরু করেন। গ্রামবাসীদের নিয়ে গড়ে তোলেন শ্রী গজলক্ষী মাতা এন্ট্রেন্ট। তিনি বাইরে থেকে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনদের এই গ্রামে এনে বসবাস করানোর ব্যবস্থা করে গ্রামটিতে একটি গ্রাম্য আশ্র রূপান্তরিত করেন। সেই থেকেই আজ পুজা এই এন্ট্রেন্টের অধীন চলে আসছে। এই এন্ট্রেন্টের বিভিন্ন পূর্ণার্চনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১লা বৈশাখ, রথযাত্রা, জন্মষ্টিমী, রাসযাত্রা, দশহারা, শিবরাত্রির পূজা, মকর সংক্রান্তি, চাঁচড়, দোল উৎসব, ট্রেস সংক্রান্তি, বাণি ও গাজন উৎস্ব সব। এছাড়াও নিত্যসেবা, শ্রী শ্রী গজলক্ষী মাতা দেবী ও তিনটি শিব মন্দিরের পূজা এখনো চলে আসছে। সেই সঙ্গে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব মহাপূজা দুর্গা পূজা ও চলে আসছে ৩০৭ ববর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। এই এন্ট্রেন্টের বর্তমান সভাপতি অসিত সুন্দরায় রায়, সম্পাদক সৌরভ রায়, কোষাধ্যক্ষ দিবেন্দু রায় সহ চোদ্দো জন সদস্য সদস্যদের দ্বারা দুর্গা পূজা সহ অন্যান্য উৎসব পরিচালিত হচ্ছে। অমরাগড়ী শ্রী শ্রী গজলক্ষী মাতা এন্ট্রেন্টের দুর্গা পূজা এই বছর ৩০৭ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই পুজার বৈশিষ্ট্য একচালা প্রতিমা, চামুণ্ডা মূর্তি। মহালয়ার পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে শুরু হয়ে যায় এই রায় পরিবারের দুর্গা পূজা। দেবীর চন্ডিপাঠ, নিভাদিনের সন্ধ্যারতির মাধ্যমে প্রতিপদের দিন থেকেই রায় পরিবারের দুর্গোৎসব পূর্ণর্মাচা এনে দেয়। একটা সময় এই পুজো অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে হতো। সারারাত ধরে যাত্রা হতো। পুজার সময় মহিষ বলি হতো। কামানের তোপধ্বনি করে পুজার সূচনা হতো। কালক্রমে সব বন্ধ হয়ে গেছে।এখন কামানের তোপধ্বনির পরিবর্তে গাছ বোমা ফাটিয়ে পুজার সূচনা হয়। কথিত আছে,প্রায় ১৮৪ বছর আগে এই পুজোয় মহিষ বলি হতো। বর্তমানে বলি বন্ধ। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, ১৮৪ বছর আগে এই অমরাগড়ী এলাকাটি ছিল জল-জঙ্গল, পণ্ড-জঙ্গলের বাসস্থান। শোনা যায়, ১৮৪ বছর আগে দুর্গা পুজার সন্ধিপূজার সময় ছিল রাত্রে। কামার মহিষ বলি দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বলি দেওয়ার কাতান সহ রায়ে

বুধবার প্রেসিডেন্সি গেটের বাইরে বিক্ষোভ আন্দোলন করেন এবিভিপি

দূরস্বভাব্যতা, অভিজিৎ হাজার, আমতা, হাওড়া, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ : যাদবপুরের পুর এবার প্রেসিডেন্সির বাইরে সরাসরি বিক্ষোভ দেখান এবিভিপি। জাতীয় পতাকা ও গুনের প্রেসিডেন্সি পতাকা নিয়ে গুনের একএফআই বিরােধী স্লোগান উঠতে দেখা যায়। এবিভিপি-র পোস্টার বিকৃতির অভিযোগ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে। কৃষিপন্থালায়ের গেটের বাইরেই বিক্ষোভকারীদের আটকে দিল পুলিশ। এ দিন দুপুর নাগাদ প্রেসিডেন্সির গেটের বাইরে জমায়েত করেন এবিভিপি-র সদস্যরা। ভারতের পতাকার পাশাপাশি সংগঠনের পতাকা নিয়েও বিক্ষোভ দেখান তারা। পুলিশের ব্যারিকেড নিয়ে টানা-চৌচৌ ক করতেও দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। গুলে স্লোগান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বিরেকোমন্ডল ছবি দেওয়া একটি পোস্টার তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে টাঙিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সিতেও তারা এই ক্যাম্পেন

করেন। এবিভিপি-র পোস্টারটির উপর বেশ কিছু শব্দ লেখা রয়েছে যা বিকৃতি করা হয়েছে-এই পোস্টারটি। এই নিয়েই মূলত আশাশ্রিত হয়েছে। যদিও, তারা ক্যাম্পানের ভিতরে ঢুকতে পারেননি। স্বামীজির ছবি বিদ্যুৎ পরিহৃত ক্যাম্পাসের ভিতর লাগিয়েছিল। সেই ছবিতে ওরা স্বামীজিকে নিয়ে খাপস মন্তব্য করছে। যাঁরা স্বামীজিকে অপমান করছে, তাঁরা বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করছে। পুজোর সময় এই ঘটনা কেউ ভাবতে পারেনি। এর অর্থ হল বাংলা বাঙালিকে অপমান। স্বামীজির মাটিতে মাও-মাকু বামপন্থীদের জায়গা নেই। এরাই এক সময় স্বামীজিকে ভক্ত সন্ন্যাসী বলেছিল। যাঁরা এই কাল ক্যাম্পাসে ঢুকে কয়েকটি তারের আশে সচেতন করছে, আগামী দিনে এমন ঘটনা ঘেঁরে করলে বিদ্যুৎ পরিহৃত তারের ইচ্ছিতে বৃকে নেবে। আগামীতে এদের বাংলাপ মাটি থেকে নিষ্কির করে দেব।

উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল গোসাবা থানার পুলিশ



খুন্দুমার ঘটনার বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও’র প্রতিবাদ

দূরস্বভাব্যতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ : সরকারি শিক্ষা বোর্ডের দাবীতে পূর্ব মেদিনীপুরের বাজকুলে গত ১১ অক্টোবর ছাত্র মিছিল এবং সংমেলনস্থলে এ.বি.ভি.পি. ও রিজেন্সি-র ছালা ও বাজকুল কলেজের সামনে অবস্থিত ছাত্র সংগঠনের কার্যালয় ভেঙে আনুগ জ্বালিয়ে দেয় দৃষ্ছুতারা। ছবি ও ভিডিও ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন অভিযুক্তদের একজনকে নিয়োগ দিয়ে কী যোষণা, একনজরে টেকনিক্যাল এডুকেশন বিভাগে-১৮৮৬। ডেপুটি কমিশনার, ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর, লেডি কনস্টেবল সহ পুলিশ বিভাগে নিয়োগ-৯৯৬। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে নিয়োগ-৭১১৯। স্কুলশিক্ষা দফতরে মোট নিয়োগ করা হবে ৩৩৯৯ শূন্যপদে। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক ডিএম অফিস গেটে পৌঁছালে, দেখা যায় পুলিশের বদলে সেখানে হাজার এবিভিপি-বিজেন্সির কর্মী ও সংগঠকেরা মিছিলের সামনে ভিডিওভার দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে আজমগের চেষ্টা করে। কিন্তু মিছিলে উপস্থিত ছাত্র যুব জনতার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে পিছু হটতে বাধ্য হয় এবিভিপি-বিজেন্সি ও গুণবাহিনীরা। এই পরো ঘটনায় পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পুলিশের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে, ওখানে বিজেন্সির কেউ ছিল না, সবাই পুলিশের লোক ছিল। অত্থ স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে: এ. বি. ভি. পি.-’র মরনা, তমলুক, মহিলাদলের কার্যকর্তারা ব্যারিকেড দিয়ে পণ আটকানো। এ.আই.ডি.এস.ও. পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর মাংগঠনিক জেলা সম্পাদিকা নিরুপমা বণিক বলেন, সাধাৰন মানুষ জানেন ছাত্র সংগঠন এ.আই.ডি.এস.ও. পুলিশের উপর কিংবা অন্য সংগঠনের কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা ও আজ্রমণের রাজনীতি করে না।

স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের বার্তা, দায়িত্ব নিলেন নতুন চেয়ারম্যান

দূরস্বভাব্যতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ : রাজ্যে পালাবদলের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্তরে নতুন করে দায়িত্ব বর্তন ও পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অমিত রায় চৌধুরী। বৃহস্পতিবার অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসভার (এবিআরএসএম) ক্যানিং চক্রের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে সর্বদলীয় জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অমিত রায়চৌধুরী, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা), এবিআরএসএমের রাজ্য বরিষ্ঠ সহ-সভাপতি জয়দানন্দ নন্দর, রাজ্য সঞ্চালক অভিজিৎ কুমার মুখা, রাজ্য ক্রীড়া যুগ্ম সম্পাদক সৈকত মণ্ডল, জেলা সঞ্চালক প্রদীপ কুমার কোদিক, জেলা সঞ্চালক সুরত মল্লিক, জেলা কোষাধ্যক্ষ সুজন কুমার সরদার-সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর নিজের বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার উপর জোর দেন নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান অমিত রায়চৌধুরী।

শারদ পুষ্পাঞ্জলি সম্মান ২০২৬ পরিবেশ-সচেতন দুর্গা পূজা পুরস্কারের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা



আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১৬ সংখ্যা, শুক্রবার , ২৮ আশ্বিন, ১৪৩৩

সাধনা ঔষধালয়

মৃত্যু তাঁকে জ্ঞান করতে পারেনি, পারেনি অগণিত মানুষের হৃদয়পট থেকে শিক্ষাবিদ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিশারদ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রসায়নবিদ, শহীদ শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ’কে মুছে ফেলতে। সাধনা ঔষধালয় এবং শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ একটি ইতিহাস। তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল ‘সাধনা ঔষধালয়’। যে প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি দেশ ছাড়িয়েও সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবী অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষের জন্ম তৎকালীন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার গোসাঁই হাটের জলছত্র গ্রামে (বর্তমানে শরীয়তপুর জেলা) ১৮৮৭ সালের কোনো এক দিনে। জলছত্র গ্রামের এক স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। পড়াশোনার প্রতি ছেলের ভীষণ আগ্রহ আর উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু মন দেখে তাঁর বাবা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকায়। তখন ঢাকাই ছিল পূর্ব বাংলার প্রধান শহর। ১৯০২ সালে একেবারে জুবিলী স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স (ম্যাট্রিক) ও জগন্নাথ কলেজ থেকে এফএ পাশ করার পর যোগেশচন্দ্র ঘোষ চলে যান কুচবিহারে। কুচবিহার কলেজ থেকে ১৯০৬ সালে রসায়নে বিএ পাশ করার পর সে বিষয়ে এমএ পড়তে তিনি ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি অধ্যাপক হিসেবে পান স্যার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে। এই মনীষীর সংস্পর্শে এসে মেনে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করতে যোগেশচন্দ্র ঘোষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৮ সালে রসায়নে এমএ পাশ করার পর সে বছরই যোগেশচন্দ্রের চাকরি হয় পশ্চিমবঙ্গের ভাগলপুর কলেজে। একটানা চার বছর সে কলেজে শিক্ষকত্বের পর ১৯১২ সালে ঢাকায় এসে তিনি জগন্নাথ কলেজের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এর দুই বছর পর তথা ১৯১৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘সাধনা ঔষধালয়’। এটি ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশ) আয়ুর্বেদী ওষুধ তৈরির প্রথম কারখানা। ভাগলপুর কলেজে শিক্ষকতা চলাকালে যোগেশচন্দ্র লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি ও আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আমৃত্যু সংগঠন দুটির ফেলো ছিলেন। টানা ৩৫ বছর জগন্নাথ কলেজে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন যোগেশচন্দ্র। এরপর দুই বছর তিনি কলেজটির অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৪৮ সালে শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর নেন তিনি। কেবল ঢাকা নয়, পুরো ভারতবর্ষেই এক সময় আয়ুর্বেদী ওষুধের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ছিল সাধনা ঔষধালয়। কলকাতা ও এর কাছাকাছি এলাকায় এক সময় পাঁচটি কারখানা ছিল সাধনার-লেকটাউন, ঢালিগঞ্জ, কাশীপুর ও বেলুড়ে। সাধনা ঔষধালয়ের ওষুধ ব্যবহার করতেন বিখ্যাত সব মানুষেরা। সাধনার জুইরে ওষুধের অন্যতম ক্রোতা ছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঢাকায় সাধনার কারখানায় এসেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চিকিৎসক নীলরতন সরকারের মতো বিখ্যাত মানুষেরা। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সকালে, স্থানীয় পাকিস্তানের দালাল-কদমত পাকিস্তানী সেন্য নিয়ে আঘাত করে যোগেশচন্দ্র ঘোষকে। নিখর দেহ পড়ে থাকে।

কবি প্রেম

কবি নজরুল তাঁর নাগিসিকে লিখছেন একটি চিঠি - কল্যাণীয়াসু,তোমার পত্র পেয়েছি সেদিন নব বর্ষার নবযন-সিন্ধু প্রভাতে। মেঘ মেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি বরিছিল। পানের বছর আগে এমনি এক আঘাতে এমনি এক বারিধারায় প্রাবন নেমেছিল, তা তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পারো। আঘাতের নব মেঘপঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূতের বরিহী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে, তার প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চার। এই আঘাত আমায় কল্পনার স্বর্ণলোক থেকে টেনে তাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে। যাক, তোমার অনুযোগের অভিযোগের উত্তর দেই। তুমি বিশ্বাস করো, আমি যা লিখছি তা সত্য। লোকের মুখে শোনা কথা দিয়ে যদি আমার মূর্তির কল্পনা করে থাকো, তাহলে আমরা ভুল বুঝে-আর তা মিথ্যা। তোমার উপর আমি কোনো ‘জিয়াংসং’ পোষণ করিনা-এ সকল আমি অন্তর দিয়ে বলছি। আমার অন্তর্ধ্বমী জানেন তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আওনে আমিই পুড়েছি, তা দিয়ে তোমায় কোনোদিন দক্ষ করতে চাইনি। তুমি এই আওনের পরশমানিক না দিলে আমি ‘অগ্নিবাণী’ বাজাতে পারতাম না। আমি ধুমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না তোমার যে কল্যাণ রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথম দেখেছিলাম, যে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম, সে রূপ আজো স্বর্গের পারিজাত-মন্দারের মতো চির অগ্নান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের সে আওন-বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারেনি। তুমি ভুলে যেওনা আমি কবি, আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি। অসুন্দর কৃৎসিদের সাধনা আমার নয়। আমার আঘাত বর্বর কাপুরুষের আঘাতের মতো নিষ্ঠুর নয়। আমার অন্তর্ধ্বমী জানেন (তুমি কি জান বা শুনেছ জানিনা) তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবীও নেই। তোমার আজিকার রূপ কি জানিনা। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবীমূর্তির মতো আমার হৃদয় বেদীতে অনন্ত প্রেম, দানস্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বৌদি গ্রহণ করলেনা। পাশাণ দেবীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদিপাট...।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



আপনার সন্তানদের ইহজীবন তাগণ করতে হবে। এই ধরনী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাদের থাকার অধিকার তারা নিজেরাই

বিবেকানন্দ দর্শন



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন,মা সারদা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিণী। তিনি শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি অতিন বলেই শরতে বিনাশ সত্ত্ব। তিনি অতিন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত এত শক্তিশালী। মা সব সব কিছু সহ্য

গ্রাম বাংলার দুর্গা পূজোর ঐতিহ্য

রবীন্দ্রকুমার শীল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর - মজিলপুরকে আমার সাধারণত চিনি বিশ্ববিখ্যাত মোয়ার জন্য। কিন্তু আদিগঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা এই অঞ্চলের ইতিহাসও মোয়ার মতোই প্রাচীন এবং রাজকীয়। এই অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক দুর্গাপূজো হল মজিলপুরের দত্ত জমিদারবাড়ির পূজো, যা আজ দুটি অংশে বিভক্ত; ‘সাদা দত্ত বাড়ি’ এবং ‘লাল দত্ত বাড়ি’। আসুন, জেনে নিই ইতিহাসের পাঠায় স্বর্ণক্ষরে লেখা এই দুই দত্ত বাড়ির পূজোর অজানা আখ্যান। ‘সাদা দত্ত বাড়ি’র দুর্গাপূজো জয়নগরের সবচেয়ে প্রাচীন পূজোগুলির মধ্যে একটি, যা এ বছর ৩৫১তম বর্ষ পদাৰ্পণ করল। আনুমানিক ১৬০০ সাল নাগাদ জমিদার রামচন্দ্র দত্ত কলকাতা থেকে সুন্দরবনে এসে নিজেদের জমিদারি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর জমিদারি এতটাই বিশাল ছিল যে, তা ৯৪টি মৌজা এবং ৬টি থানা জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

কথিত আছে, ১৬৭৫ সালে দেবী দুর্গার স্থপাদেশ পেয়ে রামচন্দ্র দত্ত এই পূজোর সূচনা করেন। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে পূজিতা হন এখানকার মা দুর্গা। সেকালো দশদিন ধরে চলত মহাকর্মযজ্ঞ। মহালায়া পরের দিনেই হতো দেবীর বোধন। একসময় বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে এই বাড়িতে পূজো শুরু কর তেনে পুরোহিতরা। এখন বন্দুকের আওয়াজ না হলেও প্রথা মেনে আতশবাজি জালিয়ে পূজোর সূচনা হয়। আজও এখানে বংশপরম্পরায় মুৎশিল্পী, পুরোহিত এবং ঢাকিরা পূজোয় অংশ নেন। রথযাত্রার দিন কাঠামো পূজো হয় এবং বলিদান প্রথা আজও সার্বকিক নিয়ম মেনেই চালু রয়েছে।

সাদা দত্ত বাড়ির ইতিহাস শুধু জমিদারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এটি জড়িয়ে আছে বাংলার স্বর্ণযুগের মহারথীদের সঙ্গে। দত্ত বাড়ির ছেলে যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্তের বাল্যবন্ধু ছিলেন তৎকালীন বারইপুরের ম্যাজিস্ট্রেট তথা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছুটির দিনে তিনি প্রায়ই এই দত্ত বাড়িতে আসতেন এবং দুর্গাপূজোয় সানন্দে অংশ নিতেন। জানেন কি, এই দত্ত বাড়িতে বসেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসটির রচনা করেছিলেন? সাহিত্যসম্রাটের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে এই ঐতিহাসিক দত্ত বাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। কেনন লাগছে বাংলার উৎসবের এই প্রতিবেদনগুলো? এই বাড়ির সঙ্গে ওতপোতভাবে জড়িয়ে আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে এই পরিবারের গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়



মতে। পঞ্চমীর দিন বেলতলায় দেবীর বোধন হয়। সার্বকিক একালা প্রতিমায় পূজিতা দেবী এখানে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে আরাধা হন, তাই বলিপ্রথা এই বাড়িতে একে বারে নিষিদ্ধ। তবে লাল দত্ত বাড়ির পূজোর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দিকটি হলো সন্ধিপূজো। রীতিনীতি সাদামাটা হলেও, এই বাড়িতে সন্ধিপূজোর সেই পবিত্র সন্ধিক্ষণ আজও যোগাধা করা হয় বন্দুকের আওয়াজের মাধ্যমে! কালের নিয়মে আজ আর জমিদারি প্রথা নেই, সেই জৈলুসও হয়াতো কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে। পরিবারের সদস্যরাও কাজের সূত্রে দেশ-বিশেষে ছড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু পূজোর ক’টা দিন আজও তারা শেকড়ের টানে ফিরে আসেন এই জমিদার বাড়িতে। জয়নগর-মজিলপুরের দত্ত বাড়ির পূজো নিছকই কোনো উৎসব নয়, এটি

হলো সাহিত্য, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেবীর ডানদিকে থাকেনো বিঘ্নহত্যা মেলবন্ধন।

রায় পরিবারের দুর্গা পূজো ৬ রায় পরিবারের এই প্রাচীন দুর্গাপূজোর ইতিহাস প্রায় তিন শতাব্দীর। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই পরিবারের আদি পদবি কিন্তু রায় ছিল না; তারা ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বংশের আদি ও বিশিষ্ট পূর্বপুরুষ আনন্দীরাম রায় ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেওয়ান। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও অসামান্য কীর্তির সূত্র ধরেই এই পরিবার ‘রায়’ উপাধি লাভ করে এবং কালক্রমে তা বংশপরম্পরায় তাঁদের স্থায়ী পারিবারিক পরিচয়ে পরিণত হয়।

এই পরিবারের মন্দির প্রাপ্তশে কান পাতলে আজও যেন কয়েকশো বছরের ইতিহাস ফিসফিস করে কথা বলে। সেখানে আজও সবস্বৈ স্নরক্ষিত রয়েছে এক প্রাচীন প্রস্তরলিপি। সেই লিপি থেকে জানা যায়, আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে দেওয়ান আনন্দীরাম রায়ের উদ্যোগেই এখানে প্রথম মন্দির-সংলগ্ন ঘটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরি রামধন রায়ের উদ্যোগে দেবীর মুম্বরী মূর্তি, শিবলিঙ্গ এবং বর্তমান মন্দির পরিসরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। এই প্রস্তরলিপি আজও এই পরিবারের শেকড়ের সত্যসত্তা বড় প্রমাণ। পূজো মানেই আমার সাধারণত বুঝি প্রচুর ঢাক-ঢোলের কান চাও।

ফাটানো আওয়াজ। কিন্তু রায় পরিবারের পূজোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর বাদ্যযন্ত্রের সংযম। এখানে পূজোর সময় ‘এক ঢোল, এক কঁাঁশ’র প্রাচীন নিয়ম আজও কঠোরভাবে মানা হয়। অর্থাৎ, পূজোয় মাত্র একটি ঢোল এবং একটি কঁাঁশ বাজানো হয়। এর পাশা পাশি, মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারে সানাই বাজানোর প্রথা এই পূজোর পরিবেশকে এক অপূর্ব গভীর ও আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান করে।

রায় পরিবারের প্রতিমার বিন্যাস বাংলার চার পাঁচটা সাধারণ প্রতিমার চেয়ে একেবারেই আলাদা। সাধারণত দেবীর ডানদিকে কার্তিক ও বাদিকে গণেশ থাকেন, অথবা কার্তিক-গণেশের স্থান পরিবর্তন হলেও একটা নির্দিষ্ট ছক থাকে। কিন্তু এই রায় পরিবারের প্রতিমার বিন্যাস হাওড়ার বনেদি বাড়ির পূজো দেখা সত্যিই এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা। গঙ্গাতীরের এই শহরে আজও এমন কিছু পুরনো বাড়ি আছে, যেখানে শতাব্দের পর শতক একই প্রথা ও রীতিনীতি মেনে দুর্গাপূজো হয়ে আসছে। এই বনেদি বাড়ির ঠাকুর দালান শুধু পূজোর জন্য নয়, বরং বাড়ালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জীবন্ত উদাহরণ হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি হাওড়ার বনেদি বাড়ির পূজো দেখতে চান, আন্দুলের অন্যতম প্রাচীন এই দুর্গা পূজো শুরু হয় ১০৬৪বঙ্গাব্দে বা ইংরেজির ১৬৫৭ সালে। সাধক ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগরের বশে জন্ম গ্রহণ করেন মহেন্দ্রনাথ।

টেরাকোটার গ্রাম দশঘড়ার রায় বাড়ি

সমৃদ্ধ দত্ত

টেরাকোটার গ্রাম দশঘড়ার রায়বাড়ি সে হয়ে গেছে প্রায় ৫ বছর। দশঘড়া গ্রামের জমিদার বিশ্বাস দের দ্বারা নির্মিত অসাধারণ কীর্তিসমূহ র্পন করে ফিরে এসেছি আমাদের কিছুক্ষণের বিশ্রামস্থল এখানকার আরেক বর্ধিষ্ণু জমিদার বাড়িতে। এই বাড়িটি বিখ্যাত দশঘড়া রায় বাড়ি নামে, এবং এই বাড়িটির চতুর্দিকের এক বিস্তীর্ণ এলাকা পরিচিত রায়গাড়া বলে।

রায়বাড়ির যে অংশে আমরা উঠেছি, সেটি আদিতে রায়বাড়ির নাচঘর। এই বাড়িটির থাম এবং ছাদের কার্ণিশের অসাধারণ স্ট্যাকর কাজ চোখ টেনে নেবে বাগানের চতুর্দিকের কত না ভগ্ন, অভয় ভেনিশিয়ান নগ্ন নারীমূর্তি সেই অতীত দিনের জমিদারদের বিলাস, ভেতব স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশাল উঁচু সিঁড়ি উঠে গেছে- নাচ ঘরের দরজা অবধি। আমাদের খাতির করে বসালে শ্রী গোপাল সামন্ত মশাই, রায় বাড়ির কেম্বার টেকার এবং সৌভাগ্য ক্রমে উ পস্থিত ছিলেন শ্রী প্রদ্যত সাহা, রিসিভার, দুর্গাবাড়ি দশঘড়া। ওনার কাছেই জানলাম যে এইখানে চলচিত্রায়ন হয়েছিল, পুরানো হিট বাংলা বই- ‘জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার’ গোপাল বাবু এবং উনার স্ত্রী বড় যত্নে আমাদের রেঁধে বেড়ে খাওয়ালেন। এই চমৎকার ব্যবস্থা সত্ত্ব হল বন্ধুর শ্রী অভিজিৎ ধর চৌধুরীর সৌজন্যে।

থেকে উঠে হটিতে বেরোলাম রায়পাড়া দর্শনে রায়পাড়া ঢুকতে , বছর দু থেকে চোখে পড়বেই একটি অস্ত্র কোণাকৃতি ঘড়িঘর, ওপরে বিদেশি মূর্তি সহ চার দিকে চারটি ঘড়ি এবং বাকি চারটি দেওয়ালে সেই আমলের চারটি জানালা। রোমান হরফের ঘড়িটির কাঁচ বাদে সবই এমন সুন্দর যেন মনে হয় এখনই ঢং ঢং করে ঘটাতালি শুরু হবে।ঘড়ির মধ্যে এখনও প্রস্তুতকারকের নাম জ্বল

কোন সুদূরত পাওয়া গেলো না। রায়বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ধরা হয় বাবু বাঁ কবিন্দ কৃষ্ণ রায়কে। বিপিন বাবু কমপুত্রে কলকাতা বন্দরের মাল খালাসের কাজে যুক্ত ছিলেন, যাকে বলা হয় স্টিভেডর। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রভৃত ধন সম্পত্তির মালিক হন এবং এই বিশাল রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথমে গোলাম শিব মন্দিরে। মূল মন্দিরটি ডোম আকৃতির এবং এর সামনে চালা সদৃশ ত্রিখিলান পর্চ। শিব লিঙ্গকে স্টেনন করে আছে এক বৃহৎ পিতলের নাগরাজ। মন্দিরের হাতায় অনেক ভোটিভ মূর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

তোরণ দ্বার পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। রাজবাড়ীর এক অংশে স্থানীয় ডাকঘর। উন্টো দিকে উনারই প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয় উদ্ব্যটন

dley Birt Bungalow"- বিলাটি স্মৃকৃষ্ণ রায় ঝিল, দুটিইই প্রতিষ্ঠা করেন বিপিন কৃষ্ণ রায় - বাংলা ২৯ শে বৈশাখ, ১৩২০ সনে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই বাড়ি টিই হুগলি জেলার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট বাড়ি। এই বাড়িই ছিল বি রাডলি রাট, আই সি এস এর নামেই এই বাড়িটির নামকরণ করা হয়। তিনি এই বাড়ি তে আসেন ২৫ শে আগস্ট, ১৯১৫ সালে। আজ এই ঐতিহাসিক বাড়িটিতে প্রতিটি ঘরেই লোকজন থাকে, কারা থাকেনো জানি না,বিস্তর ডাকাডাকিতেও কেউ বেরোনো নি, কোনো জবাব নেন নি। কিন্তু প্রচুর চোখ যে খুঁড়খুঁড়ি ভিভর থেকে আমাকে সন্ধান করছে ভালোই বুঝতে পারছি। চমৎকার বিলাটির ছবি ভূলে চললাম। এবার গন্তব্য রায়বাড়ির রাসমঞ্চ, মন্দির এবং দুর্গাদালান।

বৈদিক যুগে মানুষের মধ্যে কোনও বিভেদ ছিল না, ছিল একতা

অনিকেত নন্দর

আজকাল খুব একটা কথার প্রচলন হয়েছে, দলিত সমাজ অত্যা চারিত হ়, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা অত্যাচারিত ! এবং এই অত্যা চারের ফলেই নাকি বহু নিম্ন বর্ণের হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছেন। বলা ভালো মুসলিম হয়েছেন, খৃস্টান হয়েছেন - সেই বহুজাত আগে থেকে! হিন্দু সমাজ বা হিন্দু সংস্কৃতি - নাকি ব্রাহ্মণ্যবাদী !! একটু আদিকাল থেকে দেখে আসা যাক ঃ শ্রুতি থেকে বেদ যখন লিপিবদ্ধ হয়। যিনি লিপিবদ্ধ করেন সেই ব্যাসদেব, তিনি ব্রাক্ষ্ণ ছিলেন না ! ব্রাহ্মণ যখন পৈতা ধারণ করেন - তাঁকে যে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয় বা পাঠ করতে হয় ,সেই গায়ত্রী মন্ত্রের যিনি স্রষ্টা মহর্ষি বিশ্বামিত্র তিনি ব্রাক্ষ্ণ ছিলেন না ! দেবতারা যাঁর সাহায্যে - স্বর্গ পুনর্দ্বার করেন এবং যাঁর আত্মত্যাগ জগৎ স্বরণীয়, সেই দধিচি মুনি শূদ্র ছিলেন - ব্রাক্ষ্ণ ছিলেন না ! যাঁকে দক্ষিণ ভারতের উজ্জারকর্তা বলা হয় সেই অগস্ত্যা মুনি শূদ্র ছিলেন , ব্রাক্ষ্ণ



ছিলে ন না ! এর পরেও হিন্দু সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী ! ক্রোতা যুগে রচিত রামায়ণ - যিনি রচনা করলেন - মহর্ষি বাস্মিকি , ব্রাক্ষ্ণ ছিলেন না ! (আজও দেখুন - উত্তর প্রদেশের বাস্মীকি যাঁরা , তাঁরা এস.সি.) ! রামায়ণে সব থেকে শ্রদ্ধেয় চরিত্র রাম , ক্ষত্রিয় ছিলেন - ব্রাক্ষ্ণ নয় ! শ্রীরামের যুদ্ধ যাঁর বিরুদ্ধে -তিনি রাবণ ,রাবণ ব্রাক্ষ্ণ ছিলেন ! এরপরেও হিন্দু সংস্কৃতি - ব্রাহ্মণ্যবাদী ! মহাভারতে তিনি নীতির যুদ্ধ ! ধর্মনীতি , রাজনীতি এবং কূটনীতি ! ধর্মনীতি যিনি ধারন করে আছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ! রাজনীতি যিনি ধারন করে আছেন -তিনি মহামতি বিদুর ! আর কূটনীতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জীবন্ত উদাহরণ হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি হাওড়ার বনেদি বাড়ির পূজো দেখতে চান, আন্দুলের অন্যতম প্রাচীন এই দুর্গা পূজো শুরু হয় ১০৬৪বঙ্গাব্দে বা ইংরেজির ১৬৫৭ সালে। সাধক ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগরের বশে জন্ম গ্রহণ করেন মহেন্দ্রনাথ। এরপরেও হিন্দু সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী ! প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তিন রাজবংশ নন্দ বংশ (শূদ্র) , মৌর্যবংশ (শূদ্র) এবং গুপ্ত বংশ (বৈশ্য) ! এঁরা কেউ ব্রাক্ষ্ণ ছিলেন না ! এরপরেও যাঁদের রাজত্বের বিস্তৃতি, প্রায় মোগলদের রাজত্বের বৃত্তান্তের সমান বিস্তৃতি ছিলো -সেই পালবংশও ব্রাক্ষ্ণ ছিলো না ! এমন কি সেন বংশও ব্রাক্ষ্ণ ছিলো না ! তাহলে কখন রামাণ্যবাদীরা অত্রাক্ষ্ণদের উপর অত্যাচার করেছিলো বলতে পারেন ? যখন প্রাচীন সব গল্পই দেখা যায় , দরিদ্র ব্রাক্ষ্ণ - ভিক্ষুর খুলি নিয়ে প্রতিদিন ভিক্ষা করতে বের হচ্ছেন , ঘরে ব্রাক্ষ্ণ পত্নী পথ চেয়ে আছেন - কখন ব্রাক্ষ্ণ ফিরবেন , ভিক্ষা নিয়ে তারপর রান্না হবে। সেই ব্রাক্ষ্ণগণ অত্যাচারী ! আধুনিক যুগের ভারতের দিকপুরুষ - যিনি ব্রাক্ষ্ণশ্রেষ্ঠ শ্রী রামকৃষ্ণের শিষ্য এবং যিনি রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্বামীবিবেকানন্দ ব্রাক্ষ্ণ ছিলেন না ! ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দ মহারাজ - ব্রাক্ষ্ণ ছিলেন না ! আজ সারা বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্য বিতরণ , মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে- যেই সংগঠনের মাধ্যমে - সেই ইসকন এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ - ব্রাক্ষ্ণ ছিলেন না ! তাহলে বলতে পারেন - কেধায এই সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী ? হ্যাঁ এঁরা সকলেই - নিজ কর্ম গুনে ব্রাক্ষ্ণ শ্রেষ্ঠ , এবং কর্ম দ্বারাই ব্রাক্ষ্ণ ! গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন - তিনি গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে চারিবর্ণের সৃষ্টি করেছেন ! চারজাতি নয় ! আমাদের সংস্কৃতি কখনো কারও মাঝে বিভেদ রাখেনি ! নাহ- ব্রাক্ষ্ণ , ক্ষত্রিয় , বৈশ্য , শূদ্র - কারো মাঝে না ! ব্রাক্ষ্ণশ্রেষ্ঠ শংকরাচার্য যেনন - মেথর কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে পিছপা হাননি , তেনমনি - আমাদের সংস্কৃতি - পিছপা হয়নি শূদ্র থেকে ব্রাক্ষ্ণকে সম্মান জানাতে ! আমাদের সংস্কৃতি - ব্রাক্ষ্ণ শ্রেষ্ঠ শংকরাচার্য , রামকৃষ্ণ দেব , চৈতন্য মহাপ্রভু সবাই কে সম্মান দিয়েছে - তাঁদের কৃতকর্মের জন্য ! তবে কি - সেই সমাজে বা - সমাজে বিবেদ ছিল না - অত্যাচার ছিলো না ? অশকাই ছিলো - সেটা

ধনী দরিদ্রের বিভেদ, দরিদ্রের উপর ধনীর অত্যাচার ! তাহলে - কেনোই বলা হয় - উচ্চজাতির প্রতি নিম্নজাতির অত্যাচার ছিলো ? কারণ - হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি হওয়া একটি চক্রান্ত বা আড়ম্বিহত বছর পূর্বে আরও জোরদার হয় এবং এই হিন্দু সমাজ কে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য যা - আজও সমান তালে চলছে ! না হলে বলুন তো প্রায় দুঁকোটি মতুয়া সম্প্রদায় কেন ইসলামিক পূর্ব পাকিস্থান বা ইসলাম প্রধান বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে - ভারতে আশ্রয় নিতে হয় ? উচ্চবর্ণের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলিম হয়ে থাকে ? আজও কেন বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসতে হয় - প্রধানতঃ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ! বাংলাদেশ সংলগ্ন বর্ডার সাইট গুলি লক্ষ্য করন - দেখবেন , বেশীর ভাগই তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু ! কেন - তাঁরা আজও মুসলিম নয় ? কারণ - যা আমাদের ইতিহাস পাল্টা গুলে

খাওয়ানো হচ্ছে - তা ভুল ইতিহাস ! উল্লেখ করা যেতে পারে - পূর্ব পাকিস্থানের মন্ত্রী - যোগেন্দ্রনাথ মতুলের কথা ! তাঁকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আসতে হয়েছিলো - তিনি ক্ষমা পাননি। তিনি নিম্ন বর্ণের হিন্দু হলেও ? কোন সমাজ - ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলো ? কিভাবে ছিলো ? যেখানে হিন্দুদের সাতটি গোত্রই চতুর্ভর্গে দেখা যায় ! যেমন - ভদ্রভঙ্গ গোত্র , ব্রাক্ষ্ণের যেমন আছে গোত্রি শূদ্রদেরও আছে ! কাশ্যপ গোত্র - ব্রাক্ষ্ণ থেকে শূদ্র সবার মধ্যে আছে ! এতেই কি প্রমাণ হয় না - হিন্দুরা সাম্য ? প্রাচীন তিনটি উচ্চক্ষম কেন্দ্র , তক্ষশীলা - নালন্দা - কাশী তে দেখুন তো ক’জন ব্রাক্ষ্ণ পণ্ডিত ছিলেন আর ক’জন অত্রাক্ষ্ণ পণ্ডিত ? তারপরেও এই সংস্কৃতি নাকি - ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি ? সর্বশেষ উদাহরণ ঃ- দলিত সম্প্রদায়ের - রামজি মালোজী শাকপাল ও ভীমরাইর চৌদতম তথ্য কনিষ্ঠ পুত্র ভীমরাও কে যিনি পুত্ররূপে ভীমরাও আবেদনকর নামে সারা পৃথিবী কে চিনিিয়েছেন - তিনি ব্রাক্ষ্ণ সম্প্রদায়ের মহাদেব আবেদনকর (লক্ষ্য রাণন - আবেদনকরটি মারাঠি ব্রাক্ষ্ণ এবং যিনি - বাবাসাহেব ডাঃ ভীমরাও রামজী আবেদনকরকে উচ্চক্ষমার জন্য বিশেষ পাঠিয়েছিলেন - তিনি বর্ডার মহারাজা - সায়াজী রাও একজন ব্রাক্ষ্ণ। হিন্দু সংস্কৃতি কে ঙ্গতে যাঁরা তখন থেকে এখনও এই ভাবে চক্রান্ত করে গেছেন - তাদের উৎসাত্মক জবাব দেওয়ার সময় এখনই ! কারণ আপনিও আপনাক কর্মগুনে ব্রাক্ষ্ণ , ক্ষত্রিয় , বৈশ্য এবং শূদ্র ! ব্রাক্ষ্ণ আমার ভাই - চতাল আমার ভাই - সবার শরীরে মানুষেরই রক্ত !

বোসপাড়ায় চণ্ডী রচয়িতা বাণীকুমারের মূর্তি

বাগবাজারে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় বোসপাড়া লেন ও বাগবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে একটা আবক্ষ মূর্তি দেখতে পেলাম কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম মূর্তিটি বাণীকুমারের। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য জনপ্ৰিয় হয়েছেন বাণীকুমার নামে। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি বেতার সম্প্রচারক, গীতিকার, প্রযোজক ও নাট্য পরিচালক।তিনি প্রায় দীর্ঘ ৩৫ বছর ৪৭ এ.বোসপাড়া লেন-এ বসবাস করেছেন মহাশয়। এলেই তাঁকে ভীষণভাবে মনে পড়ে। ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অপ্রাচীন টির মূল কারিগর বাণীকুমার এবং তাঁর অন্যতম সহযোগী বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজ কুমার মল্লিক। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজ কুমার মল্লিকের তত্ত্বায় কিঞ্চিৎ আড়ালে থাকা বাণীকুমারই মূল অনুষ্ঠানটির রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বাণীকুমারের প্রযোজনায় সম্প্রচারিত হুইজেল শারদ-আগমনী গীতিআলেখ্য ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। প্রথমদিকে অনুষ্ঠানটির সারসরি সম্প্রচারিত হ’ত, কিন্তু ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে রেকর্ড করা পূর্বের অনুষ্ঠানই শোনানো হয়।

দেশের খবর

হিন্দু থেকে মুসলিম হলেই মিলবে না অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ! মাদ্রাজ হাই কোর্টের রায়ই বহাল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি,১৫ অক্টোবর : ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে হিন্দু সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ইসলাম গ্রহণের পর সেই পরিচয়ের ভিত্তিতে অনগ্রসর মুসলিম (ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস মুসলিম বা বিসিএম) শ্রেণিতে সংরক্ষণের সুবিধা দাবি করা যাবে না- তামিলনাডু সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনই রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার মাদ্রাজ হাই কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিচারপতি শ্রী চন্দ্রশেখরের বোধ্য। ফলে এই বিষয়ে তামিলনাডু সরকারের জারি করা নির্দেশিকার বৈধতা নিয়ে রাজ্যের আবেদন খারিজ হয়ে গেল।

মামলার কেন্দ্রে ছিল তামিলনাডু সরকারের ২০২৪ সালের মার্চ মাসের একটি নির্দেশিকা। সেখানে বলা হয়েছিল, অনগ্রসর শ্রেণি (বিসি), অতি অনগ্রসর শ্রেণি (এমবিসি), ডিনোটিফায়েড কমিউনিটি (ডিএনসি) এবং তফসিলি জাতি (এসসি)-র অন্তর্ভুক্ত যে ব্যক্তির দীর্ঘকর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা অনগ্রসর মুসলিম বা বিসিএম শ্রেণির আওতায় কমিউনিটি সার্টিফিকেট



সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তামিলনাডু সরকার। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ধর্মান্তরের আগে কোনও ব্যক্তি যে সামাজিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শুধু সেই পরিচয়ের ভিত্তিতে ধর্ম পরিবর্তনের পর সংরক্ষণের সুবিধা দাবি করা যায় না। বিচারপতিদের থেকে, হিঃদ্রু সামাজিক ব্যবস্থা খতিয়ে অ-হিঃদ্রু সামাজিক ব্যবস্থায় ধর্মান্তরিত হলে

আগের সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে সংবিধানের ১৬(৪) অনুচ্ছেদের অধীনে বিশেষ সুবিধা দাবি করার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য হয় না। সংবিধানের ১৬(৪)

কনস্টিটিউশন (শিডিউলড কাস্টস) অর্ডার, ১৯৫০'। ওই আদেশে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী, তফসিলি জাতির মর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বর্তমানে প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে তফসিলি জাতির স্বীকৃতি পেতে পারেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ধর্মান্তরের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আইনি শ্রেণিবিভাগে পরিবর্তন ঘটতে পারে। একইভাবে, পরবর্তী সময়ে হিন্দুধর্মে ফিরে এলেই আগের তফসিলি জাতির মর্যাদা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিরে আসে না। এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনি শর্ত এবং সংশ্লিষ্ট

ব্যক্তির পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। কী মুক্তি দিয়েছিল তামিলনাডু সরকার? রাজ্য সরকারের বক্তব্য হল, ধর্মান্তরিত হলেই কোনও ব্যক্তির সামাজিক ও শিক্ষাগত অসুবিধা রাতারাতি দূর হয়ে যায় না। বিশেষত, বর্ণভিত্তিক বৈষম্য এবং দীর্ঘদিনের সামাজিক বঞ্চনার প্রভাব ধর্ম পরিবর্তনের পরেও থেকে যেতে

পাকিস্তানে স্কুলের ছাদ ভেঙে মৃত্যু

১-র পাতার পর নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে স্কুলের মালিককে ফ্রেফতার করা হয়েছে। জরুরি পরিষেবা দফতরের প্রতিনিধি বিলাল ফৈজি জানান, ধংসত্বপূ সারিয়ে তেতেরে আটকে থাকা বাচ্চাদের বের করে আনার কাজ জোরদারকরে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটিনায় শোকপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি অহতদের চিকিৎসার জন্য সব ধরনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। খাইবার পাখতুনখওয়ার রাজ্যপাল ফৈসল কমান কুদ্দিন ও এই ঘটনায় দুঃশপ্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে সচিক পরিকাঠামো না থাকা, নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার এবং সরকারি নজরদারির অভাবে প্রায়শই এই ধরনের ভবন ধসের খবর সামনে আসে।

মহিলা রিপোর্টার হেনস্থার

১-র পাতার পরএবার একটি উচ্চপাৰ্যায়ের কমিটি গঠন করার প্রাথমিক ইঙ্গিত দিয়েছে দেশের শীৰ্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূৰ্য কান্ত প্রবীণ আইনজীবী ইন্দীরা জয়সিংকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন দুটি পৃথক খামে নির্দিষ্ট তথ্য জমা দেন। একটি খামে থাকতে হবে হেনস্থার শিকার হওয়া মহিলা সাংবাদিকদের নাম এবং অন্যটিতে অবসরপ্রাপ্ত মহিলা বিচারপতি ও অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারদের একটি প্যানেল, যাদের মধ্য থেকে এই তদন্ত কমিটি গঠন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। শুনানিতে ইন্দীরা জয়সিং একজন নির্দিষ্ট মহিলা সাংবাদিকের জন্য বিশেষ আইনি সুরক্ষার আৰ্জিও জানান, যাঁর বিরুদ্ধে এক সিনিয়র পুলিশ অধিকারিক এসসিএসটি (অভ্যুত্ৰার নিবারণ) আইনের অধীনে একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। মহিলা সাংবাদিকের বিরুদ্ধে করা ওই এফআইআর এবং সম্ভাব্য ফ্রেফতারির প্রসঙ্গ উঠতেই তামক্ষণিক কড়া পদক্ষেপ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। এসিপি বিবেক ভগতের দায়ের করা এই মামলায় প্রধান বিচারপতি সূৰ্য কান্ত দিল্লি পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, ওই মহিলা সাংবাদিককে যেন অবিলম্বে ফ্রেফতার না করা হয়। অন্যদিকে সালিসির জেনারেল তুয়ার মেহতা আদালতকে আশ্বস্ত করে জানান যে, ওই সাংবাদিক যদি তদন্ত প্রক্ৰিয়ায় সহযোগিতা করেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন, তবে পুলিশ তাঁকে ফ্রেফতার করবে না। পাশাপাশি, সাংবাদিকদের ওপর চলা পুলিশ কড়াকড়ির সময়ে তাদের ব্যক্তিগত ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা গ্যাজেটগুলি বেআইনিভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আদালতে জানানো হয়েছে, সাংবাদিকমীরের পেশাগত কাজ সম্পূর্ণভাবে এই যন্ত্রগুলির ওপর নির্ভরশীল, তাই বাজেয়াপ্ত করা ডিভাইসগুলি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া বাধ্যতামূলক। যদিও সলিসিটর জেনারেল তুয়ার মেহতা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাণ্ডা জানান যে, সাংবাদিকদের কোনও ডিভাইস বা যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

রাখালের আচরণ নিয়ে অসন্তুষ্ট

১-র পাতার পরসুপ্রিম কোর্ট চত্বরে প্রবেশের ঘটনাটির প্শ্চানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিতে হবে। এসআইআর নিয়ে আইনি লড়াইয়েরে পাশাপাশি এনি্নি শুনানিতে বিশেষ প্রাধান্য পায় আদালতের নিজস্ব নিরাপত্তার বিষয়টি। বিবেক করে সাম্প্রতিক অতীতে প্রতিবাদী কমিটির অংশ হিসেবে রাখল গান্ধি ও অন্যান্য বিরোধী নেতাদের সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে প্রবেশ এবং সেখানে ভিড জমানোর ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখাছে আদালত। এই প্রেক্ষাপটেই খালি বিচারপতিৰ বেধে একটি অত্যন্ত কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। দেশের সমস্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সম্প্রতি দেশজুড়ে চলা বিভিন্ন আন্দোলন ও প্রতিবাদের সময় সংগৃহীত সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ, ডিজিটাল প্রমাণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জিনিস যেন অত্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয়। এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরের নিজস্ব সিসিটিভি ফুটেজও সুরক্ষিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে আগামী দিনে আদালতের অন্দরের সন্তুষ্খল্লা ও আন্দোলনকারীদের গতিপ্রকৃতি পুরোপুরি যাচাই করা সম্ভব হয়। এর পাশাপাশি, যন্ত্র মন্ত্রর অঞ্চলকে স্থায়ী বিক্ষোভ প্রদর্শনের নির্ধারিত স্থান হিসেবে বাতিল বা ‘ডিনোটিফাই’ করার সরকারি সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া পৃথক আবেদনটির ক্ষেত্রেও নোটিস জারি করেছে সবেচা আদালত। সব মিলিয়ে ডোটার তালিকার সংশোধন বিতর্ক, নির্বাচন কমিশন বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং আদালতের নজরদারিতে চলা এই আইনি লড়াইয়ের জেরে দেশের রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে পোস্ট মুহুতে হবে, মছুরাকে নির্দেশ কোর্টের

১-র পাতার পর-ভোটাধিকার বেআইনিভাবে কেড়ে নেওয়ার জন্য মনোজ্ঞ দায়ী। ওই পোস্টে মছুরা বলেন, “দেশ ও বার আপনাকে গাধা়া করাৰে। ছাড় পাবেন না।” মনোজের আইনজীবীর বক্তব্য, প্রাক্তন সিইও কোনও ভোট চুরি, কাট্যুপি বা বেআইনি কাজ করেননি। তার কাজ ছিল আইন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে সরকারি দায়িত্ব পালন করা। মনোজ দাবি করেছিলেন, মছুরার অভিযোগের ফলে তার সত্যতা, পেশাগত ক্ষমতা ও ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নোটিস পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মছুরাকে দু’টি পোস্ট মুছে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এ ধরনের মানহানিকার মন্তব্য করবেন না বলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। মানহানির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০ কোটি টাকা এবং আইনি ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ আরও ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন তিনি।

পুজোর আনন্দ মাটি করার চক্রান্ত

১-র পাতার পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুযিত মূর্শিদাবাদ জেলায় নতুন করে উদ্যোক্তারা দুর্গাপূজো করার জন্য নতুন সরকারের ওপর তরসা রাখায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানালে শুভেন্দু অধিকারী নিজের ভাষনে বলেন, “আমি এখানে আসার সময় একটি বড় ঝিল (পড়ুন মতিঝিল) দেখেছি। আমি সেটাকেও সাজাবো।” এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মূর্শিদাবাদ জেলার নদী ভাঙন সমস্যা নিয়েও উদ্বিগ্ন বলে নিজের ভাষনে অজ্ঞ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, “আগামী ২৭ তারিখ দিল্লিতে একটি বৈঠক রয়েছে, সেখানে এই বিষয়ে আলোচনা

হবে।” ধর্মীয় উৎসীড়নের শিকার হয়ে যারা নিজের ধর্ম বাঁচাতে অন্যদিকে সম্প্রতি অশান্তি রোজগার উপনির্বাচনে সেখানকার মানুষ রাজ্য সরকারের ওপর আস্থা রাখায় মুখ্যমন্ত্রী তাদেরও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, “সিএএ কেন্দ্র সরকার বলে, ‘নিজস্ব রাজ্যকে তিনি দিয়েছে। জেলাশাসক শুভানি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।’” উৎসবের মরশুমে আজ দেশে মুক্ত মূর্শিদাবাদ এবং নেশা মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ারও ডাক দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, “গির্জা কিছু কাক সিরাপ, হেরোইন, ‘নিজস্ব রাজ্য করে কিছু লোক পরিচেনে নষ্ট করছে। এগুলো বন্ধ করতে হবে।” মূর্শিদাবাদ জেলায় নাবালিকা বিবাহ এবং গর্ভবতী হওয়ার তথ্য দিয়ে

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “১৮ বছরের নিচে কোনও কন্যার যৌন বিবাহ না হয়।” অন্যদিকে সম্প্রতি অশান্তি রোজগার উপনির্বাচনে সেখানকার মানুষ রাজ্য সরকারের ওপর আস্থা রাখায় মুখ্যমন্ত্রী তাদেরও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, “কৃষিদিনের মধ্যেই আমি ঘেরে এখানে আসব এবং নারকেলবাড়িতে ভিগারীখী নদীর উপর একটি ব্রিজের শিলান্যাস করব।” মুখ্যমন্ত্রী আজ আরও জানান, কেন্দ্র সরকার সমস্ত ‘এনিমি প্রপাটি’র ‘ক্যাস্টিজান’ রাজ্য সরকারকে করে দিয়েছে। মূর্শিদাবাদ শহরকে ভালো করে সাজানো হবে এবং নতুন ‘ভিক্রেট গ্রাম’ ও লালবাগে মহিলাদের জন্য কলেজ হবে বলেও আজ জানান।

নিঃশর্ত ক্ষমা চাইল কেন্দ্র, তবে স্বপক্ষে

১-র পাতার পরএকাধিক পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল। বিক্ষোভের আগের দিন, ৮ অক্টোবর রাত থেকেই দিল্লিগামী সমস্ত ট্রেন বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বন্ধ রাখা হয়েছিল ৫৭টি মেট্রো স্টেশনও। পাশাপাশি, রাইসিনা হিলের চার কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড বানানোর পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছিল বিপুল সংখ্যক আশ্রসেনা। সুপ্রিম কোর্টের আগের নির্দেশে বলা হয়েছিল, বিক্ষোভের কারণে দিল্লিকে অবরুদ্ধ করে রাখা যাবে না। সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়, এমনভাবে ট্রেন বা ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখাও উচিত নয়। সেই নির্দেশের

পরেও কেন্দ্র এই পদক্ষেপ করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দিল্লি পুলিশের তরফে শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়া হফকনামায় দাবি করা হয়েছে, নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং শান্তি বজায় রাখতে সাময়িকভাবে এই পদক্ষেপ জরুরি ছিল বলেও জানিয়েছে কেন্দ্র। অন্যদিকে, আদালতের নির্দেশে পালন করতে না পারায় ঘটনায় নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন। তাঁর বিরুদ্ধে জারি হওয়া আদালত অবমাননার নোটিস প্রত্যাহারেরও আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রসচিবের বক্তব্য,

আদালতের নির্দেশ অমান্য করার কোনও ইচ্ছা তাদের ছিল না। তাই এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতের নির্দেশে অমান্য করা হিসেবে দেখা উচিত নয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের আগের নির্দেশে পরিবর্তন আনার আবেদনও জানিয়েছে কেন্দ্র। তবে ভবিষ্যতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করতে হলে আইন মেনেই পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে তারা। এখন কেন্দ্রের মক্কাপ্রার্থনা এবং আদালত অবমাননার নোটিস প্রত্যাহারের আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে।

মালদা ডিভিশনের বাণিজ্যিক সম্পদের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে যাত্রী পরিষেবার উন্নয়নে গতি সঞ্চার

কলকাতা, ১৫ অক্টোবরঃ পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন তাদের একাধিক বাণিজ্যিক সম্পদের সফলভাবে বাণিজ্যিকীকরণ করেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের দিশানির্দেশক ভাবনা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে গৃহীত এই উদ্যোগগুলির মূল লক্ষ্য হল ডিভিশনের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে সর্বাধিক আর্থিক আয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়ন করা। সম্পদের এই বাণিজ্যিকীকরণের উদ্যোগ পূর্ব রেলের রাজস্ব বৃদ্ধি, উন্নততর যাত্রী পরিষেবা প্রদান এবং আরও শক্তিশালী রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বৃহত্তর লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই লক্ষ্যে মালদা ডিভিশনের বাণিজ্যিক বিভাগ সতর্ক পরিকল্পনা ও সুনিপুণ ব্যবস্থাবনের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। মালদার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) শ্রী মনীশ কুমার গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে, এই প্রকল্পগুলি যেমন রেলওয়ের ভাড়া-বহির্ভূত আয়ের একটি নতুন উস সৃষ্টি করেছে, তেমনই যাত্রীদের জন্য রেলস্টেশনগুলির সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিষেবার মান উন্নত করতেও সহায়তা করছে। উপলব্ধ স্থান ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ডিভিশনটি টেকসই উন্নয়ন এবং উন্নততর পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। ১২ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত এই সম্পদগুলির জন্য চুক্তিগুলি চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিষেবাকে অন্তর্ভুক্ত করে সম্পন্নটি এই চুক্তিগুলির মোয়াদ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সুযোগের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে বিভিন্ন ধরনের সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।



১৫ই অক্টোবর ২০২৬ তারিখে গার্ডেন রিচের সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে কলেগ্নিতে ‘সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে সর্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতি’ আয়োজিত ৮তম দুর্গাপূজার উদ্বোধন করেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈন এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে ওয়েনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভানেত্রী শ্রীমতী বিধু জৈন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মণীশ জৈন, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা র্যালি করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ১৫ অক্টোবরঃকর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে পূর্ব রেলের কারঁরাপাড়া ওয়ার্কশপের পার্শ্বচেনে বিভাগ এবং ওয়ার্কশপের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা স্ট্রাটি (ইন্টারনাল কমপ্লেইন্টস কমিটি বা আইসিপি) যৌথভাবে একটি সচেতনতা র্যালির আয়োজন করে। কারঁরাপাড়া ওয়ার্কশপের কার্জেজ কামপ্লেক্স থেকে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে র্যালিটি শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা কমিটির সোয়ার্পার্সন এবং এলিএমএস আয়র্নমেন্টেপিএ ডাঃ সূজাতা কুন্ডু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা নেড়ে র্যালির সূচনা করেন। এ সময় ডেপুটি সিইইউডব্লিউ-সহ আইসিপির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই র্যালিতে প্রায় ২০ জন স্ট্রাউট ও গাইড সদস্যের পাশাপাশি ওয়ার্কশপের কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। নিরাপদ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল অংশগ্রহণকারী একবদ্ধভাবে তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। র্যালিটি ওয়ার্কশপের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। র্যালি চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা লিঙ্গমততা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা রক্ষা এবং উন্মুক্ত পেশাগত আচরণবিধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করেন। পাশাপাশি, কর্মীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে অর্থািত করা এবং হয়রানির অভিযোগ মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই র্যালি একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। এই তৎপরপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব রেলের কারঁরাপাড়া ওয়ার্কশপ একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ বজায় রাখা প্রতি তাদের নিরবিচ্ছিন্ন অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্মানিত ও মূল্যবান বলে বিবেচিত হন।

সার্চের ভবিষ্যৎ নিয়ে তুহিন বাণিকের ভাবনা যখন গুগল র‍্যাঙ্কিং আর যথেষ্ট নয়



বালি, হাওড়া, ১৫ অক্টোবর : সাঁচ ইঞ্জিন অ পি টি ম া ই জে শ ন প্রথাগতভাবে একটি পরিচিত লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে- মানুষ যখন প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড নিয়ে কিছু খোঁজে, তখন কোনো ওয়েবসাইটকে আরও দৃশ্যমান করে তোলা। ‘দ্যাটওয়ার্ক এরএলপি’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও তুহিন বাণিকের একে

সার্চের পরবর্তী পর্যায়ে আরও বড় একটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে।একটি বাউন্ডারিসিস্টেম কি কোনো ব্য্রাভকে এতটা ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, সেটিকে বিশ্বাস করা, খুঁজে বের করা এবং প্রয়োজনে অন্যদের কাছে সুপারিশ করা সম্ভব হয়?এই প্রশ্নটিই বাণিকের বর্তমান জীবনধারণ মূল ভিত্তি এবং এটিই ‘দ্যাটওয়ার্কের প্রথাগত এসইও থেকে সরিয়ে ‘সাঁচ ইন্সটিজেন্স’-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ‘সাঁচ ইন্সটিজেন্স’কে একত্রিত করার প্রাথমিক পরীক্ষার পর, ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ‘দ্যাটওয়ার্ক’ কোম্পানিটির ভ্রাম্যমাণ, তাদের কাজের পরিধি পরবর্তীতে মেশিন লার্নিং, ডেটা সায়েন্স, সিস্টামটিক সাঁচ এবং অটোমেশনের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। এই বিবর্তনের সময়কালটি বর্তমানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গুগল সাঁচ নিজেও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। গুগলের তথ্য অনুযায়ী, তাদের ‘এআই ওভারভিউ’ এখন প্রতি মাসে আই বিলিয়নেরও বেশি সক্রিয় ব্যবহারকারীরা কাছে পৌঁছাচ্ছে এবং ‘এআই মোড’-এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক বিলিয়ন ছািয়ে গেছে। গুগল এখন ‘এআই ওভারভিউ’ এবং কথোপকথনমূলক ফলো-আপ -কে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করছে, যার ফলে ব্যবহারকারীরা প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর এর আই-চালিত আরও গভীর মিক্সিয়নায় যুক্ত হতে পারছেন।অন্যদিকে, চ্যাটজিপিটি ওয়েব অনুসন্ধানের একটি নতুন ধারা তৈরি করেছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা কথোপকথনের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে পারেন এবং সিস্টেমটি অনলাইন থেকে তথ্য খুঁজে বের করে তার উৎসসহ উত্তর প্রদান করে। বাণিকের মতে, এই পরিবর্তনগুলো এসইও-এর একটি বৃহত্তর ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে।‘দ্যাটওয়ার্ক প্রকাশিত গবেষণায় ‘সিমাটিস্টিক সাঁচ’-কে কেবল কি-ওয়ার্ড মেনোনার পরিবর্তে, অর্থ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

দুস্ত বার্তা, কলকাতা

NAME CHANGE I, KHAIRUDDIN SHEIKH ALJIAN SHEIKH, S/O- ALJIAN SHEIKH, resident of Vill-Ukhra, P.O.-Ukhra Sarangpur, P.S.-Purbasthali, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713512, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as KHAIRUDDIN SHEIKH in all purpose vide affidavit No-436 dated 15/10/2026 shown before the Notary Public at Dakshin Dinajpur, at Balurghat dated 14/10/2026. My name KHAIRUDDIN SHEIKH ALJIAN SHEIKH and KHAIRUDDIN SHEIKH both are same and one identical person.

বিশ্লেষ্ট আমি ‘কর্মান্বিত’ সেপ,পিতা কর্নম সেপ, জাতি ইসলাম, সাং কুজিপুর,ডেপা থানা শক্তিশুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭১১১৬৩, প বহর এডোয়াসে-যোষণ করিতেছি যে-১)আমি জম্মত্রে সরসমে নারিকের আমার দলিল নং ৪৯৬৬০১৮ এ.ডি.জি.এস.আর, শক্তিশুর, থানা শক্তিশুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭১১১৬৩, আমার নাম কর্তেও করিতে চাই, যদি কোন ব্যক্তি আমার প্রকর আপত্তি থাকে তহলে শক্তিশুর বি.এল এল, খার,ও অধিনে যোগাযোগ করন। এডোরা গ্রন্থিগুরুপক যোষণা করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তি আমি, আমার নাম কর্তেও করিতে চাই, যদি কোন ব্যক্তি আমার প্রকর আপত্তি থাকে তহলে শক্তিশুর বি.এল এল,খার,ও অধিনে যোগাযোগ করন। সমগ্রপাট-প্রেসেজ বিবরণ সহ আমার জন্ম ও বিপাস মতে সত্রে জারিরা অর সমগ্রপাট আমার দলিল নামে সাহি কর্করন। মহৎ শক্তিশুর আলম নং-৯৭২০০২ নোটোরি পাবলিক, বহরমপুর, রেজি- নং-৯৭২০০২

NAME CHANGE I, Golam Gous Sk (Old Name) S/O– Md Sukur Ali residing at Sahapukur / Badua , Burwan , Murshidabad, West Bengal 742147 do hereby declared that I have changed my name from Golam Gous Sk to Golam Gous and henceforth I shall be known as Golam Gous (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 15/10/2026 . My name Golam Gous & Golam Gous Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE I, Sukur Ali (Old Name) S/O–Jafar Ali residing at Sahapukur / Badua , Burwan , Murshidabad, West Bengal 742147 do hereby declared that I have changed my name from Sukur Ali to Md Sukur Ali and henceforth I shall be known as Md Sukur Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 15/10/2026 . My name Md Sukur Ali & Sukur Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE I, Sahana Bibi (Old Name) W/O–Saiful Alam residing at Chotosuajapur , Kaliachak , Malda , West Bengal 732206 do hereby declared that I have changed my name from Sahana Bibi to Sahana Khatun and henceforth I shall be known as Sa-hana Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 15/10/2026 . My name Sa-hana Khatun & Sahana Bibi both are same and one identical person.
--

NAME CHANGE I, Nurul Islam Momin (Old Name) S/O–Ekub Momin residing at Baluy-achara , Jot Gopalkagram / Kaliachak , Malda , West Bengal 732207 do hereby declared that I have changed my name from Nurul Islam Momin to Nur Islam Momin and henceforth I shall be known as Nur Islam Momin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn be-fore the Notary Public Domkal court dated on 15/10/2026 . My name Nurul Islam Momin & Nurul Islam Momin both are same and one identical person.

NAME CHANGE I, Ajmira Bibi (Old Name) W/O–Anarul Sbi residing at Bilbari Darga-para , Bhattabati , Nabagram , Murshidabad, West Bengal 742149 do hereby declared that I have changed my name from Ajmira Bibi to Ajmira Khatun and henceforth I shall be known as Ajmira Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 15/10/2026 . My name Ajmira Khatun & Ajmira Bibi both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন গত ইং ১৭.০৯.২০২৬ তারিখে এল্গিক্টিউট ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হাওা কোর্টে ১২৮৪৮২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি প্রভা জালান, স্বামী নিগম কুমার জালান, সাং ১, উ। স্ট্রিট, পোষ্ট ও থানা পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬, প.ব. যোগ্যতা করিযাছি যে আমি প্রভা জালান ও প্রভা দেবী জালান এক এবং অভিন্ন মহিলা।
--

NAME CHANGE I, SUMANTA CHATTOPADHYAY (old name) S/o- Late Kamal Kr. Chatterjee re-siding at 40/1A, South Dakbango More, P.O. Barasat, P.S. Barasat, District-North 24 Parganas, PIN-700124 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUMANTA CHATTOPAD-HYAY to SUMANTA CHATTERJEE and henceforth I shall be known as SUMANTA CHATTERJEE (new name) in all purpose. vide an affidavit sworn before the L.d. Ju-dicial Magistrate at 1st Class at Barasat dated 01/09/2026. SUMANTA CHAT-TERJEE both are same and one identical person.
--

NAME CHANGE I, Manjushree Devi Mandal (old name) W/o- Sunil Kumar residing at Vill-Bangi Badurata, P.O. & P.S.-Balurghat, Dist.-Dakshin Dinajpur West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Manjushree Devi Mandal to Man-jushree Mandal and henceforth I shall be known as Manjushree Mandal (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at 1st Class at Dakshin Dinajpur at Balurghat dated 14/10/2026. Manjushree Devi Mandal and Manjushree Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE I, Biswajit Tarafdar (old name) S/o- Barun Kumar Tarafdar (Old Name) residing at Vill-Saheb Kachhari Para, P.O. & P.S.- Balurghat, Dist.-Dakshin Dinajpur West Bengal, do hereby declare that I have changed my & my father's name from Biswajit Tarafdar (old name) to Barun Kumar Tarafdar (Old Name) and hence-forth we shall be known as Biswajit Tarafdar(New Name) S/o Barun Taraf-dar(New Name) in all purpose vide an af-fidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at 1st Class at Dakshin Dinaj-pur at Balurghat dated 17/10/2026. Biswajit Tarafdar (old name) S/o- Barun Kumar Tarafdar(Old Name) and Biswajit Tarafdar(New Name) S/o Barun Taraf-dar both are same and one identical person.
--

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা

তাঁতের কাজ খামিয়ে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি! কৃষকগ্রাম থেকেগ্রামবাংলার ঐতিহ্য, থিমের মণ্ডপে সেজে উঠছে পূর্বস্থলীর শ্রীরামপুর

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৫ অক্টোবর : বহু মানুষের জীবিকা নির্ভর করে তাঁতিশিল্পের উপর। কিন্তু দুর্গাপুজো এলেই তাঁত বোনার কাজ কিছুটা থমকে যায়। কারণ, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে ঘিরে নতুন সাজে সেজে ওঠে পূর্বস্থলী ১ রকের বিস্তীর্ণ শ্রীরামপুর এলাকা। পুজোর ক’টা দিন এলাকার মানুষের আনন্দ, উৎসাহ ও ব্যস্ততা যেন অন্য মাত্রা পায়। প্রতিবছরই শ্রীরামপুরেরে একাধিক পুজো কমিটি দর্শনাধীদেের আকৃষ্ট করতে নানা ধরনের থিমের মণ্ডপ তৈরি করে। কোথাও উঠে আসে কৃষকজীবনের ছবি, কোথাও হারিয়ে যেতে বসা গ্রামবাংলার ঐতিহ্য, আবার কোথাও ফুটে ওঠে পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও প্রদার বার্তা। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন পুজো কমিটির অভিনব ভাবনায় সেজে উঠছে শ্রীরামপুরের পুজো মণ্ডপগুলি। দক্ষিণ শ্রীরামপুর নিউ ইস্টসেন্ট্রেল সোশাল ক্লাবের দুর্গাপুজো এবার ২৬তম বর্ষে পদাৰ্ণ করছে। এবছর তাদের মণ্ডপের থিম ‘কৃষক গ্রাম’। প্লাস্টিক বর্জিত এই মণ্ডপে গ্রামবাংলার কৃষিনিরের জীবনযাত্রাকে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। হোগলা পাতা, খড়, বাঁশ, গাছের শুকনো ডাল-সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।



বেলের হল্ট স্টেশন রোডের শিল্পীরা নিপুণ হাতে মণ্ডপটি সাজিয়ে তুলছেন। কৃষকের জীবন, মাঠ-ঘাট এবং গ্রামীণ পরিবেশের পরিচিত ছবিগুলিকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মণ্ডপে ধানের গোলা, বাঁশের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী, ঝাড়- সহ গ্রামবাংলার নানা পরিচিত উপকরণ স্থান পাবে। পাশাপাশি ১৬ ফুট দীর্ঘ লার্গাপ্রাতিমা তৈরি করা হচ্ছে। তবে প্রতিমাতা কোথা থেকে আনা হচ্ছে, তা আপাতত গোপন রেখেছেন উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির সদস্য রণজিত হালদার জানান, একটি আকর্ষক প্রারম্ভ যেন চেনা ছবি, এই পরিবেশেই মণ্ডপের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। গ্রামবাংলার কৃষিকাজ, কৃষকের জীবনযাপন বা বহু প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ককে এই থিমের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে। প্লাস্টিক কিছুই নতুন প্রজন্মের কাছে এখন অচেনা। অথচ একসময় এগুলিই ছিল গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেই মণ্ডপে বিভিন্ন দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে। এই মণ্ডপে দেখা যাবে লাঙল দিয়ে জমি চাষ, টেকিতে ধান ভাঙা, কুমোরের হাতে মাটির হাড়ি- কলসি তৈরির দৃশ্য এবং কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ির মতো নানা পরিচিত ছবি। একসময়েশ গ্রামীণ জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিককে শিল্পের

দক্ষিণ পূর্ব রেল ৭টি নতুন হল্ট স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করতে চলেছে

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : দক্ষিণ পূর্ব রেল তাদের আওতাধীন এলাকায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৭টি নতুন প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন স্থাপন করতে চলেছে। এর মধ্যে ২ টি আদ্রা ডিভিশনের অধীনে এবং ৫টি খড়গপুর ডিভিশনের অধীনে থাকবে। রেল বোর্ডের প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত এই স্টেশনগুলো যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করবে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের কাছে রেল পরিষেবা পৌঁছে দেবে। **পুরুলিয়া জেলায় সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নতুন প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশনঃ** পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায়, আদ্রা ডিভিশনের অন্তর্গত পুরুলিয়া ও গৌরীনাথখাম রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে (৩২৯ ৭/-৩২৯ ১/৭ কিলোমিটার পরয়েটে) সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি নতুন প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। এই স্টেশনটি চালু হবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং এর আশেপাশের স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য রেল যোগাযোগ আরও সহজতর হবে। উদাত এই যোগাযোগ ব্যবস্থা শিক্ষার্থী, নিত্যযাত্রী, কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের ক্ষেত্রে যাত্রাতার সহজ করে তুলবে। **পুরুলিয়া জেলায় সিধি জামরায় নতুন প্যাসেঞ্জার হল্টঃ** পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায়, আদ্রা ডিভিশনের অন্তর্গত রাধাগাঁও ও পুণ্ডগ রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে (৩৯৪ ১/৪-৩৯৪ ১/৬ কিলোমিটার পরয়েটে) সিধি জমরায় আরও একটি নতুন প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশন গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। এই হল্ট স্টেশনটি সিধি, আমিরদিয়া, বাংছতু,

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা র্যালির আয়োজন করল পূর্ব রেলের কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একটি সচেতনতা র্যালি আয়োজন করে। কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের কায়েজ কমপ্লেক্স থেকে সকাল ২০২৬ তারিখে পূর্ব রেলের কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের পাসোনেল বিভাগ এবং ওয়ার্কশপের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ



কমিটি (ইন্টারনাল কমপ্লেইন্টস কমিটি বা আইসিসি) যৌনভাবে একটি সচেতনতা র্যালি আয়োজন করে। কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের কায়েজ কমপ্লেক্স থেকে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে র্যালিটি শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির চেয়ারপার্সন এবং এমএসএস/ অ্যাডমিন/ কেপিএ ডাঃ সুজাতা কুন্ডু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা নেড়ে র্যালির সূচনা করেন। এই সময় ডেপুটি সিইইউব্লিউ-সহ আইসিসির অন্যান্য

সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই র্যালিতে প্রায় ২০ জন স্কাউট ও গাইড সদস্যের পাশাপাশি ওয়ার্কশপের কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। নিরাপদ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাার্ণু কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাকল অংশগ্রহণকারী একাবদ্ধভাবে তাঁদের সমর্নি ব্যস্ত করেন। র্যালিটি ওয়ার্কশপের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রম্বা করে। র্যালি চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা লিঙ্গসমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা রাখা এবং উপযুক্ত পেশাগত আচরণবিধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক বাতী প্রচার করেন। পাশাপাশি, কর্মীদের আশাধারা নিষ্পত্তির বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা এবং হয়রানির অভিযোগ মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির নিপ্টি ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই র্যালি একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। এই তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব রেলের কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ বজায় রাখার প্রতি তাদের নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্মানিত ও মূল্যবান বলে বিবেচিত হন।

মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের আশা, মণ্ডপে ঘুরতে এসে দর্শনাধীরা শুধু প্রতিমা দর্শনই করবেন না, বরং গ্রামবাংলার পুরনো দিনের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচিত হতে পারবেন। শ্রীরামপুর তরুণ সংঘের দুর্গাপুজো এবার সপ্তম বর্ষে পদাৰ্ণ করছে। তাদের এবছরের থিম ‘শ্রীচরণেশু বাবা’। এই ভাবনার মধ্য দিয়ে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং পরিবারের জন্য তাঁর নিরলস পরিশ্রমকে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে তময় সাহা জানান, সম্ভানকে বড় করে তুলতে একজন বাবা কতটা পরিশ্রম করবেন, কত ত্যাগ স্বীকার করেন, তা থিমের বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। যৎসারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাবাদের নীরব সংগ্রাম এবং সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে তোলার পিছনে তাঁদের অবদানকে সম্মান জানানোই এই থিমের মূল উদ্দেশ্য। উৎসবের আনন্দের মধ্য দিয়ে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরার এই ভাবনা দর্শকদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলবে বলেই আশা উদ্যোক্তাদের। এদিকে, মধ্য শ্রীরামপুর সুকান্তপল্লী মহিলা দুর্গোৎসব কমিটির এবারের পুজোর থিম ‘খামের চরণ পদ্ম’। প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের মেলবন্ধনে মণ্ডপকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন উদ্যোক্তারা। মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ঘাস, শিউলি ফুল এবং পুকুরের জলে পদ্ম ফোটার মনোরম দৃশ্য। শরতের ঝিক প্রকৃতি, শিউলির সৌরভ এবং পদের সৌন্দর্যের মাধ্যমে দেবী আরাধনার এক শান্ত ও মনোরম পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে কেন্দ্র করে তৈরি এই ভাবনা দর্শনাধীদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে, চাংদপুর শ্রীরামপুর বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটির পুজো এবার ৪৭তম বর্ষে পদাৰ্ণ করছে। তাদের মণ্ডপের থিম ‘বাঁশের ফুলে দুর্গা সাজে’। বাঁশ, কাঁচ, গাছের পাতা-সহ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। সাধারণ উপকরণকে শিল্পের ছোঁয়ায় নতুন রূপ দেওয়ার মধ্য দিয়ে মণ্ডপে অভিনব পরিবেশ তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহার এই মণ্ডপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি, মণ্ডপ থেকে ওড়মু-সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতার বার্তা প্রচার করা হবে বলেও জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। অর্থাৎ, দেবী দশনের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ভূমিকা নিতে চান তারা। সব মিলিয়ে এবছর পূর্বস্থলী ১ রকের শ্রীরামপুর এলাকার দুর্গাপুজোয় উঠে আসছে নানা রকম ভাবনা। আকার ও কৃষকের জীবনসংগ্রাম, কোথাও গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য, কোথাও বাবার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা, আবার কোথাও প্রকৃতির ম্লিষ্ সৌন্দর্য। প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার, প্লাস্টিক বর্জনের উদ্যোগ এবং সামাজিক সচেতনতার বার্তাও বিভিন্ন পুজোর ভাবনায় জায়গা করে নিয়েছে। তাঁতিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের জীবিকা, গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং উৎসবকে ঘিরে একসাথে মানুষের আবেগ-সব মিলিয়ে দুর্গাপুজো যেন শ্রীরামপুরের সামাজিক জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুজোকে কেন্দ্র করে শিল্পীদের ব্যস্ততা, উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহে এখন সরগরম গোটা এলাকা। পুজোর দিনগুলিতে এই থিমের মণ্ডপগুলি দর্শনাধীদের কতটা আকর্ষক করে, এখন সেলেক্টিভ তাকিয়ে রয়েছেন উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা।



স্বচ্ছতা পথঘাড়া ২ ০২৬ –এ ৩৫ জন স্বচ্ছতা দূতকে সংবর্ধনা, পরিশে-বান্ধব অনুশীলনের প্রচার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

পানিট্যাক্সি সীমান্তে তাজা কার্তুজ-সহ গ্রেফতার মণিপুরের যুবক, আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,শিলিগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : পুজোর আবহে ভারত-নেপাল সীমান্তে পানিট্যাক্সিতে তাজা কার্তুজ-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। ধূসরে নাম পাওগুলিল হাওঁকা। তিনি মণিপুরের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের দুই সদস্যের সঙ্গে চোখের চিকিৎসা করতে নেপালে যাচ্ছিলেন ওই যুবক। নেপালের একটি বেসরকারি হাসপাতালের অ্যাথ্‌ল্যান্সে করে সীমান্ত পেরোনোর আগে পানিট্যাক্সিতে এসএসবির তল্লাশির মুখে পড়েন তারা। তল্লাশির সময় যুবকের বাগ থেকে তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয় বলে জানা গেছে। এরপর এসএসবি আধিকারিকরা তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে তাঁকে খতিবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কী কারণে তিনি কার্তুজ নিয়ে সীমান্তে এসেছিলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ্য, বুধবার উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশ কুমার জৈন ভারত-নেপাল সীমান্ত পরিদর্শন করেন। সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এসএসবির আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। তাঁর পরিদর্শনের পরের দিনই পানিট্যাক্সি সীমান্তে কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় ধৃত যুবকের উদ্দেশ্য এবং কার্তুজের উৎস সম্পর্কে তদন্ত চলছে।

নির্যস্ত তরুণীর রহস্যমৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ১৫ অক্টোবর : রিষড়া এলাকার একটি আবাসিক ফ্ল্যাটে তরুণী তার লিভ-ইন প্যান্টানোর সঙ্গে বসবাস করতেন। হুগলির রিষড়ায় ঘটে যাওয়া তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নতুন ও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। এটি নিছক ঘৃণীনা বা আত্মহত্যা নয়, বরং লিভ-ইন সম্পর্কের টানাপোড়নে ও পারিবারিক বিরোধের ফেরে ঘটিত একটি অসমর্থ বকে পরিণতক তদন্তে অনুমান করছে পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারিবারিক অশান্তি ও কলহ চলছিল বলে প্রতিকৌশলের সূত্রে জানা গেছে। গতকাল হঠাৎই ওই ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে তরুণীর রহস্যজনক ও নিরহে পদে উদ্ধার হয়। তাঁর শরীরে আঘাতের বা ধাক্কাধস্তির কিছু চিহ্ন দেখতে দান তদন্তকারীরা, যা মৃত্যুর অ্যাহতনে অন্য কোনো গভীর রহস্য বা অন্যায়ের ইঙ্গিত দেয়। ঘটনার পরপরই রিষড়া থানার পুলিশ দ্রুত সক্রিয় হয়। এই ঘটনার মৃত্যর লিভ-ইন প্যান্টান এবং তাঁর বাবকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে দেহাট ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে। পুলিশি সূত্রে জানা গেছে, ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর আসল কারণ এবং অভিযুক্তদের ভূমিকা পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে।

পুরুলিয়া জেলা পুলিশের বড় সাফল্য

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১৫ অক্টোবর : মাদক পাচার ও অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। বাগমুণ্ডি থানা এলাকার একটি মাদক মামলায় অভিযুক্তের ৪০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের স্বাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ফ্রিজ (বাজেয়াগু) করা হয়েছে। একইসঙ্গে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রসারের বিশেষ উদ্যোগ নিলেন পুলিশ সুপার। তদন্তে নেমে প্রায় ২৬০.৬৭৭ কেজি পপি স্ট্র (পোস্টা দানা ও ঘাসজাতীয় মাদক) উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এমনিজিপি আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে শুরু হয় তদন্ত। অভিযুক্ত রাজেশ কুমার সাই (বাড়িঃ কৃষ্ণ সরজমহাতু গ্রাম, বাগমুণ্ডি)-এর অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াগু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্বয়ং পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার শ্রী কুমার সিং রাজ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশনস)-সহ অন্যান্য প্রমূখ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে সরকারি নিয়ম মেনে সম্পত্তি জব্দের নোটিশ স্টাটান। কৃষ্ণ গ্রামে আবাসিক ভবন প্রায় ২২১.৮ বর্গমিটার, যার আনুমানিক মূল্য ৬১,৫৭,৫০৮ টাকা। ৮ শতক জমি, যার মূল্য ৬,৪৬,২৫০ টাকা। একটি বইক এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে মোট ৬,২২,৭১০ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানাও হয়েছে, এই নির্দেশের ফলে আইনি প্রক্রিয়া ঢালাকালীন উক্ত সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর, বন্ধক বা তৃতীয় পক্ষের কাছে হাতবদল করা যাবে না। তবে এর ফলে কোনো ভাঙুর বা চেষ্টেদের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি সমাজে সচেতনতা বাড়াতোেও বিশেষ নজর দিয়েছে জেলা পুলিশ।

রঘুনাথগঞ্জে গভীর রাতে পুলিশি অভিযান, বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা ও নোট গোনার মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৫ অক্টোবর : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার করল রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

মুর্শিদাবাদের খোদারামপুরের ভূতবাগান এলাকায় ইস্‌বুর শেখের বাড়ি থেকে ৬৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, একটি নোট গোনার মেশিন এবং একটি ওজন মাপার যন্ত্র বাজোয়া করা হয়েছে। তবে পুলিশের অভিযান টের গেয়ে অভিযুক্ত পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এন্ড্রিপিও লম্ফ প্রতাপ চৌধুরী জানান, চোরাই সমগ্রী কোমোচোর সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে এই বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় দুটি ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হয়। বাড়িতে উপস্থিত এক মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও টাকার উৎস সম্পর্কে তিনি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। টাকার ঐধতার সম্বন্ধে কোনও নথিও দেখতে পাননি তবে পুলিশ সূত্রে খবর। এপরূ উদ্ধার হওয়া টাকা ও সঞ্জোম বাজোয়া করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় উদ্ধার হওয়া এই বিপুল অর্থ চোরালান, বেআইনি আর্থিক লেনদেন

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী
চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/বি, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এর ই-অকশন প্রোগ্রামে একটি আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, অক্টোবর, ২০২৬ মাসের জন্য হাওড়া ডিভিশনের ই-নিলাম প্রোগ্রামগুলিতে হাওড়া ডিভিশনের অতিরিক্ত তারিখ হিসেবে একটি আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে: ২৩.১০.২০২৬. অন্যান্য সমস্ত ডি/পা/নোটিশনের জন্য নিলাম প্রোগ্রাম পূর্ববর্তী ডিউলিফিকেশন অনুযায়ী থাকবে।
STORES-42/2026-27 পূর্ব কেন্দ্রের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in।www.irps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: 📺 @EasternRailway 📧 easternrailwayheadquarter
 Sealed Tenders are invited by B.D.O., Raniganj Development Block, vide Memo No. 2211/BDO/RNG dated 14.10.2026. Date of closing of submission of Technical & Financial Bids is 27/11/2026 up to 11.30 a.m. For details contact with Office of the Block Development Officer, Raniganj Development Block, Ranisayer, P.O:- Searsole, Dist:- Paschim Bardhaman. গুয়াহাটিতে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের টিকা ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-জিএইচআইএস-কেওএফজিউ-০৫-২৬-২৭ তারিখ ১৩.১০.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তত্ব থেকে নিম্নলিখিত কার্যগুলির জন্য “ই-টেন্ডারি” পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ চোরা রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোতে (বাউ গুয়াহাটি, গুয়াটি এবং কামাখ্যা) ১ বছরের এক সময়েসীমার জন্যে এলএইচবি কোচসমূহের জন্য বৈদ্যুতিক পাশ্চী সরঞ্জামের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের টিকা (সিএমএসডি)। টারিফ সার্টিফ ৪৯.৯৬.৬৫২/- টাকা। বারাদা রাশিঃ ১,০০,০০০/- টাকা। টেন্ডার বদ্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটনায়। উপলব্ধ ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-ব্রত সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.irps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
 চোরা ডিইই কোচিং, গুয়াহাটি এবং কামাখ্যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রদাপ্তিতে গ্রাহক পরিষেবা
 e-TENDER NOTICE The Executive Officer, Raniganj Panchayat Samity, Paschim Bardhaman, invites e-Tender, vide e-NIT No.-RNG/PS/EO/eNIT_6/2026-27, Dated- 13/10/2026. Last date of bid submission is 23/11/2026. Details of e-tender notice will be available in website www.wbtenders.gov.in. Sd/- Executive Officer Raniganj Panchayat Samity
 e-TENDER NOTICE The Executive Officer, Raniganj Panchayat Samity, Paschim Bardhaman, invites e-Tender, vide e-NIT No.-RNG/PS/EO/eNIT_5/2026-27, Dated- 13/10/2026. Last date of bid submission is 25/10/2026. Details of e-tender notice will be available in website www.wbtenders.gov.in. Sd/- Executive Officer Raniganj Panchayat Samity
 e-Tender Kalekhtanta-II Gram Panchayat NIT No.287/NIT/CF-C-T/K2GP/2026(7 NO Drain) date 12/10/2026 Published on eNIT site on 16/10/2026 Fund: 15th CFGC Tied (25-26) For Details, Please Visit www.wbtenders.gov.in sd/- Prodhan Kalekhtala-II Gram Panchayat

আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)
বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহ রনোযোগ দিন।
নং. এইচই/টাই-আপ/ইওআই/এলএলএইচ/২০২৬ তারিখ :১২.১০.২০২৬ রেলওয়ে রোগীদের চোখ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান ও চোখের জরুরি চিকিৎসা, ইউএসজি ও এই সম্পর্কিত অন্যান্য অনুসন্ধান, বিশেষ রক্তপরীক্ষা ও অন্যান্য অনুসন্ধান এবং ডায়ালিসিস সিজিএইচএস/কলকাতার দরহার ২০১৪ যা ২০২৪-এ সংশোধন করা হয়েছে সেই হারে করার উদ্দেশ্যে, লিলুয়া, হাওড়া ও তার নিকটবর্তী এলাকার সিজিএইচএস/ইসিএইচএস/হিসসআই তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতাল এবং অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সঙ্গে, বিল মটোরের শর্তে মউ-এর মাধ্যমে, কাজ চালুর তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য, টাই-আপ করতে চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান করছেন। কাজের বিবরণ/নিয়মাবলী/শর্তাবলি এবং সিজিএইচএস/কলকাতার দরহার ২০১৪ যা ২০২৪-এ সংশোধন করা হয়েছে সেই সংক্রান্ত বিশদ চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে হাসপাতাল, লিলুয়ার কার্যালয় থেকে পাওয়া যাবে অথবা er.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর কার্যালয়, লিলুয়াতে হাতেহাতে বা ডাক মাধ্যম্ ২১ দিনের মধ্যে জবাবি পত্র দাখিল করা যাবে। আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, লিলুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ইমেইল : cmsllh@gmail.com এবং officemsllh@gmail.com ফোন : ০৩৩-২৬৫৪৫৩৮৮)। চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, লিলুয়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: 📺 @EasternRailway 📧 easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং: ইএল/এইচডব্লিউএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৭৮৯, তারিখ: ১৪.১০.২০২৬। ডিভিশনাল রেলসে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিভিশনের বিস্তৃত, ৪র্থ ফোন, রেল মিডিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১০১১। নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য বোলা ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: ক্রম নং. নং. ১, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২৩-৭২৭। কাজের নাম: এসএসবি/জি/এইচডব্লিউএইচ-এর অধীনে এই বছরের জন্য পানীয় জলের সামসার্সিভ, ভিডেস এবং এইচএস পাম্প মোটর সেট এবং নর্মার জল পরিষ্কার করার জন্য সিলিড্রেজ টাইপ সামসার্সিভ পাম্প মোটর সেট মোরোত্তের রানিং কন্ট্রল। টেন্ডার মূল্য: ২০২৬-এ সংশোধন করা হয়েছে সেই হারে করার উদ্দেশ্যে, লিলুয়া, হাওড়া ও তার নিকটবর্তী এলাকার সিজিএইচএস/ইসিএইচএস/হিসসআই তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতাল এবং অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সঙ্গে, বিল মটোরের শর্তে মউ-এর মাধ্যমে, কাজ চালুর তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য, টাই-আপ করতে চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান করছেন। কাজের বিবরণ/নিয়মাবলী/শর্তাবলি এবং সিজিএইচএস/কলকাতার দরহার ২০১৪ যা ২০২৪-এ সংশোধন করা হয়েছে সেই সংক্রান্ত বিশদ চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে হাসপাতাল, লিলুয়ার কার্যালয় থেকে পাওয়া যাবে অথবা er.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর কার্যালয়, লিলুয়াতে হাতেহাতে বা ডাক মাধ্যম্ ২১ দিনের মধ্যে জবাবি পত্র দাখিল করা যাবে। আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, লিলুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ইমেইল : cmsllh@gmail.com এবং officemsllh@gmail.com ফোন : ০৩৩-২৬৫৪৫৩৮৮)। চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, লিলুয়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: 📺 @EasternRailway 📧 easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.inwww.irps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬। ৭

ভারতে আসছেন বিশ্বকাপ মাতানো ভোজিনহা

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : বিশ্বকাপকে নিজের দেশকে রূপকথায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি। ৪০ বছর বয়সে তাঁর অনবদ্য লড়াই গোটো বিশ্বকে মুগ্ধ করেছিল। রাতারাতি নায়ক হয়ে গিয়েছিলেন কেপ ভার্দের গোলকিপার ভোজিনহা। সেই ভোজিনহা এবার আসতে চলেছেন ভারতে। তাঁর সফরের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে গেলা। সেই সঙ্গে ‘ হিসাবে ভারতে আসবেন চিলির তারকা ফুটবলার আর্তুরো ভিদালও। ভোজিনহাকে ভারতে আনার মূল উদ্যোক্তা শতক্ দত্ত। মেসি কাণ্ডের বিভীষিকায় স্মৃতি ভুলে তিনি দেশ ও কলকাতাবাসীকে উপহার দিতে চান তিনি। জানা গিয়েছে আগামী ১৭, ১৮ এবং ১৯ ডিসেম্বর ৩ দিনের ভারত সফরে আসবেন ভোজিনহা। ৬ দিনের সফরের পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনও প্রকাশ করেননি ভোজিনহা। তবে কেপ ভার্দের গোলরক্ষক যে কলকাতায় আসবেন তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। সেই সঙ্গে আরও একটি সুখবর দিয়েছেন শতক্ৰ। একা ভোজিনহা নন, তাঁর সঙ্গে ভারতে আসছেন বার্সেলোনা ও চিলির প্রাক্তন তারকা আর্তুরো ভিদালও। চিলির এই তারকা ফুটবলার বার্সেলোনা ও জুভেন্টাসের মতো ইউরোপের প্রথম সারির ক্লাবের হয়েও খেলেছেন। একটা সময় বার্সেলোনায় লিওনেল মেসির সতীর্থ ছিলেন। তাঁর লড়াুক মানসিকতা তাকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে আগ্রহ রয়েছে ভোজিনহার। কলকাতায় ফুটবল নিয়ে উদ্দানার কথাও শুনেছেন তিনি। গত সপ্তাহে শতক্ৰর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বসে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে নানা খোঁজখবর নেন। ভারতে ফুটবলের জনপ্রিয়তা কতটা, কলকাতার মানুষের ফুটবল নিয়ে আগ্রহই বা কেমন, জানতে চান সেসবই।

আগরকরের উত্তরসূরি খুঁজতে নাজেহাল বিসিসিআই!

প্রস্তাব ফিরিয়েছেন প্রায় ১০০ টেস্ট খেলা দুই তারকা

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : ১৪ অক্টোবর আবেদনের শেষ দিন পরোলেও অনিশ্চয়তা কাটেনি । পার্থিব প্যাটেলও আগ্রহী নন বলে খবর, অজিত আগরকরের বিকল্প খুঁজতে এখন কোন পথে বোর্ড? ভারতীয় ক্রিকেট দলের জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকরের বিকল্প খুঁজতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে নতুন নির্বাচক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত পছন্দের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাদা মেলেনি বলে খবর। এমনকি দেশের হয়ে প্রায় ১০০টি টেস্ট খেলা দুই প্রাক্তন ক্রিকেটারও বোর্ডের প্রস্তাবে আগ্রহ দেখাননি বলে দাবি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে। ফলে আগরকরের উত্তরসূরি বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া ঘিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, নির্বাচক কমিটিতে কোনও সদস্যের জায়গা খালি হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আগরকর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি হওয়ায় তাঁর পরিবর্তে সেই অঞ্চল থেকেই নতুন নির্বাচক নিয়োগ করতে চাইছে বিসিসিআই। কিন্তু অভিজ্ঞ প্রাক্তন ক্রিকেটারদের রাজি করতে না পারায় নিয়োগের কাজ প্রত্যাহামতো এগোচ্ছে না বলে জানা যাচ্ছে। আগরকরের বিকল্প খুঁজতে ইতিমধ্যেই আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল বিসিসিআই। ১৪ অক্টোবর ছিল আবেদনের শেষ দিন। কিন্তু একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটারের সঙ্গে যোগাযোগ করেও বোর্ড এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উঠে এসেছিল প্রাক্তন



সামনে বিকল্প আরও সীমিত হয়ে পড়েছে। তবে যে দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার বোর্ডের প্রস্তাব ফিরিয়েছেন বলে খবর, তাদের নাম প্রকাশিত প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তাই তাদের পরিচয় নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। বর্তমানে জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে রয়েছেন প্রজ্ঞান ওঝা, রুদ্রপ্রতাপ সিং, শিবসুন্দর দাস এবং অজয় রাত্রা। আগরকরের অনুপস্থিতিতে আপাতত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন প্রজ্ঞান ওঝা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞতার

চেয়ারম্যান পদে কে থাকবেন, সে বিষয়ে বিসিসিআইয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। পশ্চিমাঞ্চলের নতুন প্রতিনিধি এলেই যে চেয়ারম্যান পদেও পরিবর্তন ঘটবে, এমনটা নিশ্চিত নয়। নতুন নির্বাচক নিয়োগের আলোচনায় উঠে এসেছে রমেশ পাওয়ার এবং সমীর দিযের নাম। পশ্চিমাঞ্চল থেকে আবেদন করা প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যে তাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এর আগে রমেশ পাওয়ারকে ছোটদের দলের নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু

জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে নিয়োগ করা হতে পারে কি না, তা নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি। অন্যদিকে, ছোটদের দলের নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সমীর দিযের নাম নিয়েও আলোচনা চলছে। তবে এই সম্ভাবনাগুলি এখনও জল্পনার পর্যায়েই রয়েছে। বিসিসিআইয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না আসা পর্যন্ত কারও নিয়োগ নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যাবে না। জাতীয় নির্বাচক কমিটির দায়িত্ব শুধু ক্রিকেটারদের দল বেছে নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক সিরিজ, বড় প্রতিযোগিতা এবং ভবিষ্যতের দল গঠনের পরিকল্পনায় নির্বাচকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই অভিজ্ঞতা, ক্রিকেট সম্পর্কে বিচারবোধ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করার দক্ষতা-সব দিক বিবেচনা করেই নতুন প্রতিনিধি বেছে নিতে হবে বোর্ডকে। আগরকরের উত্তরসূরি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাই শুধু ন্যূনতম পূরণ করাই নয়, নির্বাচক কমিটির কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও বড় চ্যালেঞ্জ। আপাতত প্রজ্ঞান ওঝার হাতে দায়িত্ব থাকলেও স্থায়ী নিয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। সব মিলিয়ে, পশ্চিমাঞ্চলের উপযুক্ত প্রার্থী খুঁজে পেতে বিসিসিআইকে আরও সময় নিতে হতে পারে। পার্থিব প্যাটেলের আবেদন না করা, দুই অভিজ্ঞ প্রাক্তন ক্রিকেটারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার খবর এবং পাওয়ার-দিযেকে ঘিরে জল্পনা-সব মিলিয়ে নির্বাচক নিয়োগের প্রক্রিয়া এখন ভারতীয় ক্রিকেটের নজরকাড়া বিষয়। শেষ পর্যন্ত কাকে আগরকরের উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নেয় বোর্ড, সেটাই এখন দেখার।

ঘরোয়া ক্রিকেটে বল হাতে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করে চলেছেন মহম্মদ শামি

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের লড়াই এখনও থামেনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে বল হাতে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করে চলেছেন মহম্মদ শামি। কিন্তু ভারতীয় দলে ফেরার সুযোগ কবে আসবে, তা নিয়ে এখন আর অতিরিক্ত ভাবতে চান না বাংলার এই অভিজ্ঞ পেসার। বরং ক্রিকেট থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মন দিয়েছেন তিনি। নিজের গ্রাম উত্তরপ্রদেশের সহসপুরে তৈরি করেছেন বিশাল ফার্ম হাউস। সেখানে রয়েছে ছ’টি আলাদা ধরনের ক্রিকেট উইকেট, বড় মাঠ এবং প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিকাঠামো। শুধু নিজের অনুশীলন নয়, ভবিষ্যতের ক্রিকেটারদের তৈরি করাও এখন তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। কল্যাণিতে বাংলার হয়ে মাঠ খেলার পর যখন সতীর্থরা একে একে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন শামির পরিকল্পনা কিছুটা আলাদা। বৃহস্পতিবার সকালে দলের সঙ্গে দিল্লি যাওয়ার কথা তাঁর। সেখান থেকে নিজের পরবর্তী গন্তব্যে

পৌঁছবেন এই ভারতীয় পেসার। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুই ইনিংস মিলিয়ে পাঁচ উইকেট নিয়ে আবারও সুবিয়ে দিয়েছেন, বল হাতে লড়াই করার ক্ষমতা এখনও হারাননি তিনি। তবে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার হিসাবনিকাশের আরও যে তাঁর জীবনে অন্য পরিকল্পনা রয়েছে, তা স্পষ্ট। একসময় কলকাতায় পাকাপাকি ঠিকানা থাকলেও বর্তমানে নিজের গ্রাম সহসপুরেই বেশি সময় কাটান শামি। সেখানেই তৈরি হচ্ছে প্রায় ১৪ একর জমির উপর সুবিশাল ফার্ম হাউস। নির্মাণ ও পুনর্মনির্মাণের কাজ চলছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সামনের দিকে থাকবে নিজস্ব অফিস। পাশাপাশি প্রায় ২০০টি গাড়ি রাখার মতো পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। তবে এই জায়গার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ক্রিকেটের মাঠ। সেখানে রয়েছে ছ’টি আলাদা ধরনের উইকেট, যাতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অনুশীলন করা যায়। মাঠের পরিচর্যার জন্য অস্ট্রেলিয়া থেকে বিশেষ যন্ত্রও আনিয়েছেন শামি। মাঠের

রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে উইকেটের যন্ত্র-সবকিছুই দিকেই নিজে নজর রাখেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ না থাকলে এই মাঠেই অনুশীলন করেন অভিজ্ঞ পেসার। নিজের বোলিংয়ের ধার বজায় রাখার পাশাপাশি নতুন পরিবেশে প্রশিক্ষণের সুযোগও তৈরি করেছেন তিনি। শামি সহসপুরে থাকলে দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটার তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিতে চলে আসেন। তাঁদের বোলিংয়ের স্ট্রীটনাট বোঝানো, ভুলক্রটি ঠিক করে দেওয়া এবং পারফরম্যান্স উন্নত করার পরামর্শ দেন তিনি। তবে এখনই কোনও আনুষ্ঠানিক ক্রিকেট অ্যাকাডেমি খোলার পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন ভারতীয় পেসার। শামির কথায়, কোনও অ্যাকাডেমি করার পরিকল্পনা আপাতত ঘণ্টা আগে কেনা এই সিদ্ধান্ত নেই। তবে আমি যদি সহসপুরে থাকি, তাহলে দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ থেকে অনেক ক্রিকেটার তাকে আসে। আমি ওদের ট্রেনিং করাই। কীভাবে আরও উন্নতি করা যাবে, সে সব বলে দিই। প্লয়ারদের ভুলভ্রান্তি শুধরে দিই। কেন তরুণদের জন্য সময়

দিতে চান, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। শামির বক্তব্য, ক্রিকেট তাকে পরিচিতি, সম্মান এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। তাই এই মেলা থেকে যা পেরেছেন, তার কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়াও নিজের দায়িত্ব বলে মনে করেন তিনি। তার কথায়, ক্রিকেট আমাকে সবকিছু দিয়েছে। আজ আমি যা কিছু হয়েছে, আমার যা পরিচিতি, সব ক্রিকেটের জন্যই। ক্রিকেটকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। তখন ক্রিকেটারদের সাহায্য করার এই মানসিকতার উদাহরণ দেখা গিয়েছে কল্যাণিতেও। ম্যাচের পর দিল্লির কয়েকজন পেসার শামির কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নন্দীপ সাহিনিও। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষা তরুণদের সঙ্গে তালু করে নেওয়াই যে শামির কাছে গুরুত্বপূর্ণ, এই ঘটনাই তার ইঙ্গিত দেয়। দ্রুতগতির বোলিংয়ে নিয়ন্ত্রণ, লাইন-লেংথ বজায় রাখা কিংবা ব্যাটারকে পড়ার কৌশল-অভিজ্ঞ পেসারের কাছ থেকে এই ধরনের পরামর্শ তরুণদের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে।

লক্ষ্মণের কোচিংয়ে নিয়মিত সুযোগ, গম্ভীরের জমানায় ব্রাত্য বৈভব!

মুম্বই, ১৫ স্ত্তোবর : ৮ ম্যাচে ২৪৬ রান, স্ট্রাইক রেট ১৮৬! নজরকাড়া পরিসংখ্যানের পরেও প্রথম একাদশে জায়গা হচ্ছে না বৈভব সূর্যবংশীর। লক্ষ্মণ ও গম্ভীরের অধীনে খেলার সুযোগের পরিসংখ্যান ঘিরেই বাড়ছে প্রশ্ন। ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন বিশ্ন্ময়ের নাম বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই ব্যাট হাতে নজর কেড়েছে এই বাঁহাতি ওপেনার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তার আগ্রাসী ব্যাটিং এবং দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে আলোচনার বিষয়। অথচ দুরন্ত পরিসংখ্যান সত্ত্বেও জাতীয় দলের প্রথম একাদশে নিয়মিত জায়গা পাচ্ছে না এই তরুণ প্রতিভা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি টি-টোয়েন্টি টি সিরিজেও সুযোগ না মেলায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে টিম ম্যানেজমন্ে টর সিদ্ধান্ত নিয়ে। বুধবার হায়দরাবাদে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে বৈভবকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। দল অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্তের পর ফের আলোচনায় উঠে এসেছে ১৫ বছরের এই ক্রিকেটারের অনুপস্থিতি। তবে বৈভবের খেলানোর সিদ্ধান্ত যে শুধু ব্যক্তিগত পছন্দ ও পর্যন্ত উত্তর উপর নির্ভর করে, এমন কোনও প্রমাণ নেই। দলের ভারসাম্য, অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স এবং ম্যাচের পরিস্থিতিও নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বৈভবকে ঘিরে বিতর্কের অন্যতম কারণ তার খেলার সুযোগের পরিসংখ্যান। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত আটটি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ম্যাচ খেলেছে বৈভব। তার মধ্যে পাঁচটি ম্যাচে দলের দায়িত্ব ছিলেন ডিভিডস লক্ষ্মণ। অন্যদিকে, গৌতম গম্ভীরের অধীনে ১৪টি ম্যাচের স্কোয়াডে থাকলেও বৈভব প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছে মাত্র তিনবার বলে দাবি করা হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে জিম্বাবোয়ে সফরে গম্ভীরের পরিবর্তে ভারতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছিলেন লক্ষ্মণ। সেই সিরিজে বৈভব তিনটি ম্যাচে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। এশিয়ান গেমসেও লক্ষ্মণের প্রশিক্ষণে ভারতীয় দলের হয়ে মাঠে

নমেছিল সে। সেমিফাইনাল ও ফাইনালেও খেলেছিল এই তরুণ ওপেনার। এই পরিসংখ্যানে থেকেই লক্ষ্মণ ও গম্ভীরের অধীনে বৈভবের সুযোগ পাওয়ার ব্যাবধান নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে দুই কোচের অধীনে খেলার সুযোগের



সংখ্যা আলাদা হলেই যে একজন তাকে বেশি পছন্দ করেন এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বৈভবের পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি তার পারফরম্যান্স। প্রতিবেদনে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আটটি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তার সগ্রহ ২৪৬ রান। স্ট্রাইক রেট ১৮৬। অর্থাৎ, সুযোগ পেলে দ্রুত রান তোলার যে ক্ষমতা তার রয়েছে, তা নিয়ে ক্রিকেটমহলে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বৈভবের ব্যাটিংয়ের ধরন অনেককিছই মনে করিয়ে দিচ্ছে বীরেন্দ্র শেহওয়াগের আগ্রাসী ক্রিকেটের কথা। প্রথম বল থেকেই বোলারদের উপর চাপ তৈরি করার প্রবণতা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই তরুণ ক্রিকেটারটিকে আরও বেশি সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠছে।

প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ মনে করেন, বৈভবকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তার বয়সকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তার বক্তব্য, তরুণ ক্রিকেটারটি এখন ভালো ছন্দে রয়েছে এবং সুযোগ পেলে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারে। শেহওয়াগের মতে, বয়সভিত্তিক ক্রিকেট এবং আইপিএল বা জাতীয় দলের পারের ক্রিকেটে নামুন। সেক্ষেত্রে গুজরাটের হয়ে রনজির একটি ম্যাচ কিংবা ভারত ‘ দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার এই বোলিং ফিগারহেডকে? সেই সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু ফিট বুমরাহকে কেনে ওয়ানডে সিরিজে দেখা যাবে না? জানা গেল এর নেপথ্য কারণ। জানা গিয়েছে, বুমরাহকে সাবধানে ব্যবহার করতে চাইছেন নির্বাচকরা। নির্বাচকদের একাংশ নাকি চান, কিউডিদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে বুমরাহ লাল

ব্রাজিলীয় তারকার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ

কলকাতা থেকে ফেরার পরই দুঃসময় ভিনিসিয়াসের!

প্রেমিকার সঙ্গে বিচ্ছেদ, এবার চার ম্যাচের নির্বাসন

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : সময়াট একেবারেই ভালো যাচ্ছে না ভিনিসিয়াস জুনিয়রের। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমিকা ভার্জিনিয়া ফনসেকার সঙ্গে বিচ্ছেদের ধাক্কা, মাঠে প্রত্যাা অনুযায়ী পারফরম্যান্স করতে না পারার চাপ-সব মিলিয়ে বিতর্কে জর্জরিত রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলীয় তারকা। এর মধ্যেই চার ম্যাচের নির্বাসনের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক লা লিগার ম্যাচে মাঠে নামতে পারবেন না তিনি। সেই তালিকায় রয়েছে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে এল ক্লাসিকোর মতো হাইডোয়েন্টেজ ম্যাচও। শান্তির সিদ্ধান্তের পাশাপাশি তা ঘোষণার সময় নিয়েও গুপ্ত তুলেছেন তিনি। তাঁর পাশে দাড়িয়ে সরব হয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হোসে মোরিনহোও। ঘটনার সূত্রপাত ভিলারিয়ালের বিরুদ্ধে ম্যাচে। প্রথম একাদশে জায়গা না পেলেও বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন ভিনিসিয়াস। ম্যাচের ৬২ মিনিটে নতুন উইঙ্গার ইয়ান ডিওমাস্দের গোলে এগিয়ে যান রিয়াল। এর পর ৭২ মিনিটে বাদিক থেকে আসা বল পেয়ে জালে জড়িয়ে দেন তিনি। গোলের পর স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসে ভেসে যান তিনি। কিন্তু সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। রেফারি ডিভিডো আয়িস্ট্যান্ট রেফারি (ডিএআর)-এর সাহায্য নিয়ে দেখা যায়, গোল করার আগে

প্রতিপক্ষের এক ফুটবলারের চুল টানার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এর পরই তাকে লাল কার্ড দেখানো হয়। সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে রেফারির দিকে এগিয়ে যান ব্রাজিলীয় তারকা। সতীর্থরা তাঁকে আটকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার



চেষ্টা করেন। শৃঙ্খলারক্ষাকারী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিপক্ষের সঙ্গে হিংসাত্মক আচরণের জন্য দু’ম্যাচের নির্বাসন দেওয়া হয়েছে ভিনিকে। পাশাপাশি, রেফারির সঙ্গে আগ্রাসী আচরণের জন্য আরও দু’ম্যাচের শাস্তি ধার্য করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে চার ম্যাচ শাস্তির বাইরে থাকতে হবে তাকে। শান্তির সিদ্ধান্তের থেকেও তা ঘোষণার সময় নিয়ে বেশি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ব্রাজিলীয় তারকা। তাঁর বক্তব্য, সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে যথেষ্ট সময়

ছিল। অথচ দল স্টেডিয়ামে পৌঁছানোর পরেই তাকে জানানো হয় যে পরবর্তী চারটি লিগের ম্যাচে খেলতে পারবেন না। ভিনির কথায়, শান্তির কথা আগেই জানানো যেত। প্রতিপক্ষের ফুটবলারের চুল টানার মতো ঘটনার ক্ষেত্রে কী নিয়ম



প্রযোজ্য, তা নিয়েও গুপ্ত তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, লা লিগা ও রেফারিদের সংস্থার তরফে নিয়ম নিয়ে আলোচনা হলেও এই নির্দিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে আগে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। নিজের আচরণ নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ভিনি দাবি করেছেন, তাকে লাল কার্ড দেখানোই যথেষ্ট ছিল। তাঁর মতে, ঘটনার পরিণতি নিয়ে আরও কঠোর পরিক্ষণ করা হয়েছে। যদিও শৃঙ্খলারক্ষাকারী কমিটির সিদ্ধান্তে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আচরণ এবং রেফারির সঙ্গে তর্ক-দুটি বিষয়ই বিবেচনা করা

প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। কোচ হোসে মোরিনহোও শাস্তি ঘোষণার সময় নিয়ে গুপ্ত তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, রিয়াল মাদ্রিদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্লাবের ম্যাচের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে কেনা এই সিদ্ধান্ত জানানো হল, তা খতিয়ে দেখা

খেলতে পারবেন না ভিনিসিয়াস বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় ধাক্কা হতে পারে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে এল ক্লাসিকোতে তাঁর অনুপস্থিতি। নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতির আগে লা লিগায় আর মাঠে নামার সুযোগ না পাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা ঘরোয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে জানানো হয়েছে। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার ক্ষেত্রে বাধা নেই ভিনির। রোমার বিরুদ্ধে ম্যাচে তাকে প্রথম একাদশে রাখার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। মাঠের বাইরেও ভিনির জীবন নিয়ে চর্চা কম নয়। প্রেমিকা ভার্জিনিয়া ফনসেকার সঙ্গে বিচ্ছেদের খবর সামনে আসার পর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা বেড়েছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক ম্যাচগুলিতে প্রত্যাশিত ছন্দ খুঁজে পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যদিও একটি বা কয়েকটি ম্যাচের ভিত্তিতে তাঁর সামগ্রিক দক্ষতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়। এখন বড় প্রশ্ন, চার ম্যাচের নির্বাসনের প্রভাব রিয়াল মাদ্রিদের পারফরম্যান্সে কতটা পড়বে। বিশেষ করে এল ক্লাসিকোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভিনির অনুপস্থিতি দলের আক্রমণভাগের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে পারে। একই সঙ্গে মাঠে ফিরে নিজের ছন্দ ফিরে পাওয়াও ব্রাজিলীয় তারকার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।

